শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী
পূজা পদ্ধতি
শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য্য এম এ
(সর্বদর্শনাচার্য)

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা পদ্ধতি

[আদি, আসল, নির্ভুল, পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র, ফর্দ্দমালা ও মুদ্রাদির চিত্রসহ বরাতবিহীন পুঁথি]

কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য, এম. এ.

সর্ব্বদর্শনাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, সাহিত্যবারিধি প্রণীত

কলকাতা দাক্ষায়ণী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কাব্যস্মৃতিতীর্থ মীমাংসা জ্যোতিঃশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত।

ভূমিকা

পরম দয়াময় জগদীশ্বরের কৃপায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইল। তন্ত্র ও মন্ত্রের প্রকৃতি অতি জটিল। বৈদিক পূজা ও তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতিতেও পৃথক। বহু তন্ত্র ও তন্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ সকল অনুসন্ধান করিয়া নির্ভুলতার পথে গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তন্ত্রের পদ্ধতি অতি দুরূহ সংস্কৃতে লিখিত। সেই সংস্কৃত স্রোতধারা বাংলা ভাষায় ও তাহার করণ কারণগুলি বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যাহাতে অতি সাধারণ পূজক সম্প্রদায় ও যজমান পূজার জটিল তত্ত্বগুলি সহজেই অনুধাবন করিতে পারে। জানি না সেই দুষ্কর ব্রতে ব্রতী হইয়া সাফল্যলাভ করিয়াছি কিনা। কিন্তু ইহাতে যদি কাহারও কোন উপকার সাধিত হয়, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতে পারি।

ইতি—

শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য্য এম.এ.

সূচীপত্র

॥ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

ফর্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিন্দূর, গুরুবরণ, পূজকবরণ, তন্ত্রধারক বরণ, চণ্ডীপাঠক বরণ, বরণাঙ্গুরীয় ৪, পৈতা ১১। বরণডালা, কৃষ্ণতিল, যব, হরিতকী, কুশ, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, ঘট, সশীষ ডাব, একসরা আতপচাউল, কুণ্ডহাঁড়ী, তেকাঠা, দর্পণ, তীরকাঠি ৪, ঘটাচ্ছাদনী গামছা, মূলপূজার শাড়ী ৩ বা পট্টবস্ত্র শাড়ী ৩, বিষ্ণুর ধুতি ১, নীলকণ্ঠ শিবের ধুতি ৩, নারদের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, হস্তীর ধুতি ১, আসনাঙ্গুরীয় ১০ দফা, মূল নৈবেদ্য ৩, মাঝারী নৈবেদ্য ১২, কুচা নৈবেদ্য ৩, চাঁদমালা ৩, পুষ্পমাল্য ৩, বিল্বপত্রমাল্য ৩, পুষ্প, তুলসী, দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, থালা ৬টি, ঘট ৬টি, নথ ১, সিন্দূর চুবড়ী ৩, দধি, মধু, চিনি, রচনা ৩, মোদক হাঁড়ী ৩, শাঁখা ৩ জোড়া, আলতা ৩ জোড়া, শয্যাদ্রব্য ৩ প্রস্থ, অভাবে একপ্রস্থ। হোমের দ্রব্যাদি—বালি, কাঠ, গব্যঘৃত, বিল্বপত্র ১০৮, পান, পানের মশলা, পূর্ণপাত্র ৩ দফা, মিষ্টান্নাদি। বিসর্জ্জনের দ্রব্যাদি—দধি, খই, মুড়কি, চিড়া, সন্দেশ।

ফর্দ্দমালা সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা পদ্ধতি

পূজক স্নান সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া শুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখে বা পূর্ব্বমুখে আচমন করিবে। (সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রথমে দুইবার আচমন করিতে হইবে। এই আচমন দুই প্রকার। বৈদিক আচমন ও তান্ত্রিক আচমন। বৈদিক পূজায় বৈদিক আচমন ও তান্ত্রিক পূজায় অর্থাৎ কালী, জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজায় প্রথমে বৈদিক আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া তান্ত্রিক আচমন বিধেয়।)

● আচমন—ডান হাতের তালু গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে মাষকলাই ডুবিয়া যায় এইরূপ জল লইয়া ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া প্রতিবার এক গণ্ডুষ জলপান করিবে। তারপর মুখাদির মার্জ্জনা করিবে। বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠের মূলদ্বারা মুখ মার্জ্জন, অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মুখ স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দুই নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা দুই চক্ষু ও দুই কর্ণ স্পর্শ করিবে। পরে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া হাত ধুইয়া লইবে। করতল দ্বারা বক্ষঃ স্পর্শ ও সমস্ত অঙ্গুলীদ্বারা মস্তক শীর্ষ ও দুই বাহুমূল স্পর্শ করিয়া দুইহাত জোড় করিয়া—ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম্।। তারপর ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া পুনরায় আচমন করিবে। আচমনের পর হাত ধুইয়া জোড়হাতে নারায়ণাদির স্মরণ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যাং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।। ওঁ মাধবো মাধবো বাঁচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবো সর্ব্বে সর্ব্বকার্যেষু মাধবং।। ওঁ মাধবঃ ওঁ মাধবঃ ওঁ মাধবঃ।। ওঁ দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ।। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

● সূর্য্যার্ঘ্য দান—কুশীতে দূর্ব্বা, আতপচাল, জবাফুল, রক্তচন্দন, হরিতকী ও জল লইয়া দুই হাতে ধরিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া বলিবে—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎ সবিত্রে সূচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।। এই মন্ত্রটি সামবেদীয়গণ বলিবে। অন্যান্য বেদীয়গণ—ওঁ এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরঃ। এষো ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।। বলিয়া কুশীস্থিত সকল দ্রব্য তামার টাটে ঢালিয়া দিবে। ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।। বলিয়া সূর্য্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে।

● তান্ত্রিক আচমন—ডান হাতের তালুতে পূর্ব্বের আচমনের মত জল লইয়া বীরাসনে বসিয়া ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া তিনবার আচমন করিবে।

● সামবেদীয় স্বস্তিবাচন—কুশীতে আতপচাল ও জল লইয়া পূজক ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ বা তন্ত্রধারকের জন্য নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং বলিবে। পুনরায় পূজক ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।। বলিলে পূর্ব্বের ন্যায় অপর ব্রাহ্মণগণ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ বলিবে। পূজক পুনরায় ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।। বলিলে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং বলিয়া কুশীর আতপচালগুলি হাতে লইয়া ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বার ভামহে আদিতং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ।। এই মন্ত্রটি তিনবার বলিবে ও হাতের আতপচালগুলি তাম্রটাটে ফেলিয়া দিবে। হাতজোড় করিয়া ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্। অয়ম আরম্ভঃ শুভায় ভবতু বলিবে।

● যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচন—সামবেদীয় স্বস্তিবাচনের মত সমস্তই করিতে হইবে কেবল প্রথমে স্বস্তি, তাহার পর ঋদ্ধি ও শেষে পুণ্যাহ বাক্য বলিতে হয় ইহাই বিশেষ। স্বস্তিবাচনের শেষের ওঁ সোমং রাজানং মন্ত্রটি না বলিয়া ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। এই মন্ত্রটি তিনবার এবং ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি গুং হবামহে। প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতি গুং হবামহে। ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি গুং হবামহে বসো মম এই মন্ত্রটিও তিনবার বলিয়া ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ বলিবে। হাতের চালগুলি সম্মুখের তামার টাটে ফেলিয়া দিয়া ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বম্ ইহসন্নিধিম্। ওঁ অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু বলিবে।

● ঋগ্‌বেদীয় স্বস্তিবাচন—সামবেদীয় স্বস্তিবাচনের মত সমস্তই করিবে। কেবল প্রথমে ঋদ্ধিবাক্য তারপর স্বস্তিবাক্য ও শেষে পুণ্যাহ বাক্য বলিতে হয়। পূর্ব্বের মত হাতে আচপচাল লইয়া ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতেরথর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা। ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রুবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে আদিত্যাশো ভবন্তু নঃ। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অভন্ত্বভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে

(অদিতে ২) কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থা পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পূনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি। ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবানাং। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবা রুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ং চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযত পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেস্বভয়ং নোহস্তু। এই মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ ওঁ স্বস্তিঃ বলিবে এবং হাতের চালগুলি সম্মুখের তামার টাটে ফেলিয়া দিবে। জোড়হাতে ওঁ সূর্য্যঃ সোমঃ যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিক্পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্। ওঁ অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু বলিবে।

● তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন—জোড়হাতে হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী হ্রীং অর্পণশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধামৃতময়ী হ্রূঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু। শ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা বলিবে। ইহা সর্ব্ববেদীয়।

● সঙ্কল্প—কুশীতে বা কোশাতে কৃষ্ণতিল, হরিতকী, পুষ্প, কুশের ত্রিপত্র লইয়া জলপূর্ণ করিয়া বামহাতের তালুতে রাখিয়া দক্ষিণ হাতের তালু দিয়া চাপা দিয়া বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা জীববদেতৎ স্থূল শরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক অতুল ধনধান্য বিভূতিকামঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা প্রীতিকামঃ বা তন্ত্রোক্ত বিধিনা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। বলিয়া ওই কুশী বা কোশার দ্রব্য সকল ঈশান কোণে উপুড়

করিয়া দিয়া এতে গন্ধপুষ্পে সঙ্কল্পসূক্তায় নমঃ বলিয়া একটি পুষ্পে চন্দন মাখাইয়া ওই কুশী বা কোশার উপর দিয়া নিজ নিজ বেদ অনুযায়ী সঙ্কল্পসূক্ত বলিবে।

● সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাপূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদ্বিদ্বো দেব ওহতে।

● যজুর্ব্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবম্ তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকম্। তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

● ঋগ্‌বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ যা গুং গুর্ যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।

● বরণ—যদি নিজের পূজা না হয় যজমানের পূজা করিতে হইলে ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক আচমন পর্য্যন্ত করিয়া নিজে উত্তরমুখে বসিয়া যজমানকে নিত্যকর্ম্ম সকল করাইয়া আসনে পূর্ব্বমুখে বসাইবে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ এই মন্ত্রে তিনবার আচমন করাইয়া জোড়হাতে ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তারপর ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ বলাইয়া পুনরায় আচমন করাইবে। যজমান শূদ্র হইলে ওঁ এই মন্ত্র স্থলে "নমঃ" এই মন্ত্র বলাইবে। তারপর সূর্য্যের অর্ঘ্য দিয়া জোড়হাতে নারায়ণাদির স্মরণ করাইবে। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং। নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি

কারয়েৎ। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরান্ত সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্। ও মাধবঃ ওঁ মাধবঃ ওঁ মাধবঃ।। ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। তারপর পুষ্পে চন্দন মাখাইয়া নারায়ণ শিলায় পূজা করাইবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ শিবায়। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো বিদ্যাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। পূজা করিয়া স্বস্তিবাচন করাইয়া স্বস্তিসূক্ত নিজ নিজ বেদ অনুসারে পড়াইবে ও তন্ত্রোক্ত স্বস্তিসূক্তটি পড়াইবে। অতঃপর কুশীতে বা কোশাতে কৃষ্ণতিল, হরীতকী, পুষ্প, কুশের ত্রিপত্র ও জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া বামহাতের তালুতে রাখিয়া ডানহাতের তালু দ্বারা চাপা দিয়া সঙ্কল্প করাইবে। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা জীববদেতৎ স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক অতুল ধনধান্য বিভূতিকামঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপ্রীতিকামঃ বা তন্ত্রোক্ত বিধিনা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। (যদি যজমান নিজে সঙ্কল্প না করে তবে সঙ্কল্প

বাক্যটি হইবে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (বা অমুকদাসস্য) জীববদেতৎ স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক অতুল ধনধান্য বিভূতিকামঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপ্রীতিকামঃ বা তন্ত্রোক্ত বিধিনা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যামি।) বলিয়া ঐ তিল হরিতকী প্রভৃতি দ্রব্যাদি সহ কুশী বা কোশাটি ঈশানকোণে উপুড় করিয়া দিয়া একটি পুষ্পে চন্দন মাখাইয়া এতে গন্ধপুষ্পে সঙ্কল্পসূক্তায় নমঃ বলিয়া কোশা বা কুশীর উপর দিবে। তারপর আপন বেদ অনুযায়ী সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করাইবে।

● সামবেদী সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্ট্যা সিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্ বো দেব ওহতে।

● যজুর্ব্বেদী সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবম্ তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকম্। তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু॥

● ঋগ্‌বেদী সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ যা গুং গুর্‌যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে॥

● বরণ—যজমান পূর্ব্বমুখে ও পূজক ও তন্ত্রধারক উত্তরমুখে আসনে বসিয়া সকলেই আচমন

করিবে। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার জল গণ্ডুষ পান করিয়া হাত ধুইয়া জোড়হাতে ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ বলিবে। যজমান প্রথমে পূজককে ও পরে তন্ত্রধারককে বরণ করিবে। পূজকের প্রতি হাতজোড় করিয়া ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্ বলিবে। তখন পূজক ওঁ সাধ্বহমাসে বলিবে। যজমান পুনরায় ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্ বলিবে ও পূজক ওঁ অর্চ্চয় বলিবে। যজমান চন্দন মিশ্রিত পুষ্প বস্ত্র অঙ্গুরীয়ক ও যজ্ঞোপবীত পূজকের হাতে দিবার সময় এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্র অঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ ব্রাহ্মণায় পূজকায় নমঃ বলিবে। পূজক তাহা গ্রহণ করিয়া ওঁ স্বস্তি বলিবে। পূজক সেইগুলি পরিধান করিয়া উবু হইয়া মাটিতে বৃদ্ধ অঙ্গুলি রাখিয়া বসিবে। যজমান চন্দন মিশ্রিত পুষ্প, দূর্ব্বা ও আতপচাল লইয়া দক্ষিণ হস্তে বামহস্ত সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পূজকের হাঁটু স্পর্শ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে-মাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ মৎসঙ্কল্পিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মণি পূজক কর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং (পূজকের গোত্র ও নাম বলিয়া) গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। এই সঙ্কল্প করিয়া যজমান স্পর্শ ত্যাগ করিবে। তখন পূজক বলিবে ওঁ বৃতোহস্মি। যজমান জোড়হাতে ওঁ যথাজ্ঞানং যথাবিহিতং বা পূজক কর্ম্ম কুরু। পূজক বলিবে—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

● তন্ত্রধারক বরণ—পূজক বরণের ন্যায় তন্ত্রধারকের বরণ হইবে। কেবলমাত্র সঙ্কল্প বাক্যটি

আলাদা হইবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাপূজা কর্ম্মণি তন্ত্রধারক কর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং (তন্ত্রধারকের গোত্র ও নাম বলিয়া) গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। সঙ্কল্প বাক্য করিয়া স্পর্শ ত্যাগ করিলে তন্ত্রধারক ওঁ বৃতোঽস্মি বলিবে। জোড়হাতে যজমান তন্ত্রধারককে বলিবে—ওঁ যথাবিহিতং তন্ত্রধারক কর্ম্ম কুরু। তন্ত্রধারক বলিবে—ওঁ যথাজ্ঞানং করবানি।

● চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—ইহা যজমান বা পাঠক নিজে করিবে। বাক্য—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মনোঽভীষ্ট সিদ্ধিকামঃ শ্রীচণ্ডিকা প্রীতিকামঃ বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্নি সূর্য্যতনয়ঃ ইত্যাদি সাবর্নির্ভবিতা মনুঃ ইত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক সন্দর্ভস্য একাবৃত্তি পাঠ কর্ম্মাহং করিষ্যে। যজমান নিজে পাঠে অসমর্থ হইলে নিযুক্ত পাঠক নিচের বাক্যটি বলিবে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পাঠকের গোত্র এবং নাম) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ (যজমানের গোত্র ও নাম) মনোঽভীষ্ট সিদ্ধিকামঃ শ্রীচণ্ডিকা প্রীতিকামঃ বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্নিঃ সূর্য্যতনয়ঃ ইত্যাদি সাবর্নির্ভবিতা মনুঃ ইত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্য প্রকাশক সন্দর্ভস্য একাবৃত্তি পাঠ কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

● চণ্ডীপাঠক বরণ—পূজক, তন্ত্রধারক বরণের ন্যায় চণ্ডীপাঠকের বরণ হইবে। কেবলমাত্র সঙ্কল্প বাক্যটি হইবে নিম্নোক্ত রূপ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা মৎসঙ্কল্পিত শ্রীচণ্ড্যা সমগ্রেকাবৃত্তি পাঠকর্ম্ম করণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং (পাঠকের গোত্র ও নাম) গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। স্পর্শ ত্যাগ করিলে পাঠক বৃতোহস্মি বলিবে। জোড়হাতে যজমান পাঠককে ওঁ যথাবিহিতং চণ্ডীপাঠক কর্ম্ম কুরু। পাঠক—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি। এইবার একটি পুষ্পে চন্দন মাখাইয়া এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তিনবার ফুল দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহস্তুতে। পূজক, তন্ত্রধারক ও চণ্ডী পাঠককে লৌকিক বলিবে—আমার কার্য্যটি আপনারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করুন। বলিয়া আসন ত্যাগ করিবে। ইহার পর পূজক, তন্ত্রধারক ও চণ্ডীপাঠক স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিয়া আচমন বিষ্ণুস্মরণ করিয়া নারায়ণকে স্নান করাইবে।

● নারায়ণ স্নান—নারায়ণ শিলায় পঞ্চগব্য মাখাইয়া ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। এতৎ স্নানীয়ং দ্রব্যং জলং চ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ বলিয়া জল ঢালিয়া স্নান করাইবে। পঞ্চগব্য দিয়া স্নান করাইবার পূর্ব্বে তাহা শোধন করা প্রয়োজন। নিজ নিজ বেদ অনুসারে পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

● সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন—গোমূত্র—গায়ত্রীপাঠ। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ গব্যোষুনো যথা পুরাশ্বয়োথ রথয়া বরিবস্যা মহোনাম্। দধি—ওঁ দধিক্রাব্নো অকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশষা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মনা বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা। তারপর কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জল দিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ দ্বৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপঃ মরুতো মাদয়ন্তাং ঘর্ম্মজ্যোতিঃ। এই বলিয়া পুনরায় গায়ত্রী বলিয়া ওই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া নারায়ণ শিলায় ঢালিবে।

● যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন—গায়ত্রী বলিবে গোমূত্রের শোধনের জন্য। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং, ভবা বাজস্য সঙ্গথে। দধি—ওঁ দধি ক্রাব্নোঽকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণআয়ুংষি তারিষৎ। ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্য মৃতমস্য ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি। কুশের ত্রিশত্র দ্বারা জল দিয়া বলিবে—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবোঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাম্ পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। এই বলিয়া পূর্ব্বের সমস্ত দ্রব্য গায়ত্রী বলিয়া একত্রিত করিয়া নারায়ণ শিলার উপর ঢালিতে হইবে।

● ঋগ্‌বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন—গোমূত্র—গায়ত্রী বলিবে। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ ককুভো রিহতে মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ আপোহদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বান্ নগ্ন আগহি তন্মা সংসৃজ্য বর্চ্চসা। দধি—ওঁ উদ্‌বুদ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিধ্বং বহবঃ সলিলা দধিক্রাম্ অগ্নিমুষঞ্চ দেবীন্দ্রাবতঃ স্বস্তি তে পারমসীয়। ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মিন্ জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতত্বস্য আসন। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোহজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মনাং। কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জল দিয়া বলিবে—ওঁ যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায় ইন্দ্রমূতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ। এই বলিয়া সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া গায়ত্রী বলিবে ও নারায়ণ শিলার উপর ঢালিয়া দিবে। পঞ্চগব্য দিবার পর সামর্থ্য পক্ষে পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত, পাবমানীসূক্ত ও শুদ্ধবতীসূক্ত নিজ নিজ বেদ অনুসারে পাঠ করিবে। এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া নারায়ণ শিলায় জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া শুষ্ক শুদ্ধ বস্ত্র দিয়া বেশ ভাল করিয়া মুছাইয়া শ্বেতচন্দন দিয়া নীচে ও উপরে চন্দন মিশ্রিত তুলসীপত্র দিবে। তুলসী দিবার সময় এই মন্ত্রটি বলিবে—এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। নারায়ণটি তাহার আসনে বসাইয়া জো[?]হাতে —ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

পূজক চন্দন এবং সিন্দূর দ্বারা নিজ ললাটে ত্রিপুণ্ড্র আঁকিয়া—ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং

বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া পুনরায় আচমন করিয়া ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যান্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ বলিবে। ডানহাতে জল লইয়া ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া আসনে জলের ছিটা দিবে। ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্ব্বপাপানি শময়া শেষ বিকল্পমপনয় হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে হস্তপদাদি ধৌত হইয়াছে।

● সামান্যার্ঘ্য—সম্মুখে ভূমিতে জল দিয়া ত্রিকোণ, বৃত্ত চতুষ্কোণ আঁকিয়া তাহার উপর এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া চন্দন মিশ্রিত

ধেনু মুদ্রা

যোনি মুদ্রা

অবগুণ্ঠন মুদ্রা
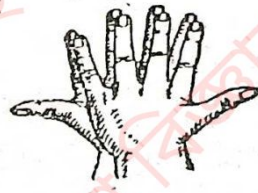
মৎস্য মুদ্রা

অঙ্কুশ মুদ্রা

একটি করিয়া পুষ্প দিবে। ওঁ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া কোশাটি ধুইয়া ওই ত্রিকোণ বৃত্ত চতুষ্কোণের উপর রাখিয়া হ্রীং নমঃ বলিয়া জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর গন্ধপুষ্প আতপচাল দূর্ব্বা দিবে। পরে গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। বলিয়া

কোশার উপর দিয়া ধেনুমুদ্রা, যোনমুদ্রা, অবগুণ্ঠন মুদ্রা এবং মৎস্য মুদ্রা দেখাইয়া অঙ্কুশ মুদ্রার দ্বারা তীর্থ আবাহন করিবে। মন্ত্র—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। বলিয়া কোশার জল হইতে পূজার উপকরণে ও নিজ গাত্রে জলের ছিটা দিবে।

● দ্বারপূজা—'ফট্' বলিয়া পূজা স্থানের উপর কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিয়া—ওঁ দ্বারদেবতা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ মমপূজাং গৃহ্নীত বলিয়া আবাহনাদি

সম্মুখীকরণ মুদ্রা

সন্নিধাপনী মুদ্রা
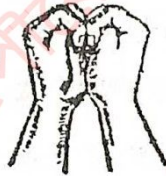
সন্নিরোধনী মুদ্রা

স্থাপনী মুদ্রা

আবাহনী মুদ্রা

পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে বাং বটুকায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে যাং যোগিনীভ্য নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ বলিয়া প্রতিবার এক একটি পুষ্প দিবে।

● বিঘ্নাপসারণ—'ওঁ হ্রীং' বলিয়া দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালী দ্বারা আঘাত করিয়া ভূমির বিঘ্ন দূর করিবে।

● মাষভক্তবলি—বামদিকে জলের দ্বারা ত্রিকোণ আঁকিয়া নূতন মৃৎপাত্রে (খুরিতে বা সরায়) অথবা কলাপাতায় বা বিল্বপত্রের উপর কিছু মাষকলাই, দধি, আতপচাল, একত্র রাখিয়া—ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্নীত বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া ভূতগণের আবাহন করিবে। বামহস্ত চিৎ করিয়া সেই মাষকলাই, দধি ও আতপচাল স্পর্শ করিয়া ডানহাতে কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিতে দিতে এতস্মৈ বং মাষভক্তবলয়ে নমঃ তিনবার বলিবে। সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতদ্ অধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ভূতাদিভ্যো নমঃ। এষ মাষভক্তবলি ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া জোড়হাতে ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ র্বলিভি স্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥ কিছু শ্বেতসরিষা অভাবে আতপচাল হাতে লইয়া ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন তাড়িতাঃ। তারপর চারিদিকে ফট ফট ফট বলিয়া ছড়াইয়া

দিবে। হাতে আতপচাল কৃষ্ণতিল শ্বেতসরিষা লইয়া ও সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া ছড়াইয়া দিবে। হুং বলিয়া পূজাস্থানে দৃষ্টি দিয়া ফট্ বলিয়া জলের ছিটা দিয়া ভূমিতে ক্লীং লিখিবে। হাতে জল লইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জল নিঃসৃত হইলে ওঁ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া সেই জলের ছিটা দিয়া ভূমি শোধন করিয়া ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া ভূমিতে ত্রিকোণ তার উপর চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া ওঁ ক্লীং কামরূপায় নমঃ বলিয়া আসনশুদ্ধি করিবে।

● আসনশুদ্ধি—নিজ আসনের নিচে ত্রিকোণ আঁকিয়া একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। আসন স্পর্শ করিয়া অস্য আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা ত্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।। বলিয়া আসনের উপর ত্রিকোণ আঁকিয়া একটি গন্ধপুষ্প লইয়া আঃ সুরেখে বজ্র রেখে হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া ওঁ মণিধরি বজ্রিনি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে ও শিখায় গ্রন্থি বন্ধন করিবে। তারপর জোড়হাতে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, ঊর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ, পশ্চাৎ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সম্মুখে ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। বলিয়া একটি ফুল দুই হাতে মলিয়া ফট্ মন্ত্রে বামদিকে ফেলিবে। হাতের তুড়ি দিয়া দশদিক ঘুরাইয়া দশদিক বন্ধন করিবে।

● পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পের মধ্যে দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে মনে মনে চিন্তা করিয়া পুষ্প স্পর্শ করিয়া ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুং॥ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট স্বাহা। বলিয়া কুশের ত্রিপত্র দিয়া পুষ্পের উপর জলের ছিটা দিবে।

● ভূতশুদ্ধি—দুই হাতে মাথার উপর দিক হইতে নীচের দিকে তিনবার তালি দিয়া 'রং' এই মন্ত্রে নিজের চারিদিকে জলের ছিটা দিয়া মনে করিবে অগ্নির দ্বারা বেষ্টন করা হইয়াছে। নিজের কোলের উপর দুই হাত চিৎ করিয়া 'আমিই সেই' (সোঽহম্) এই চিন্তা করতঃ হৃদয়ে অবস্থিত দীপকলিকার মত জীবাত্মাকে মূলাধারে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্না নাড়ীপথে মূলাধার পদ্ম, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, মণিপুর পদ্ম, অনাহত পদ্ম, বিশুদ্ধ পদ্ম ও আজ্ঞা পদ্মরূপী ষট্ পদ্মচক্রকে ভেদ করিয়া নিজ মস্তকে অবস্থিত নিম্নমুখে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার ভিতরে অবস্থিত পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিয়া সেই স্থলেই ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চব্বিশটি তত্ত্ব লীন হইয়াছে মনে করিয়া 'যম্' এই বায়ু মন্ত্র বীজটি ধূম্রবর্ণ রূপে মনে করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা শ্বাস টানিতে টানিতে ষোল বার জপ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দমবন্ধ অবস্থায় ঐ 'যম' মন্ত্রটি চৌষট্টি বার জপ করিয়া

দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঐ 'যম্' মন্ত্র বত্রিশ বার জপ করিবে। এই দমবন্ধ অবস্থায় মনে মনে চিন্তা করিবে যে বাম কুক্ষিতে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ ও দেহকে শোধন করা হইল। ইহার পর দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে 'রম্' এই বহ্নি মন্ত্রকে রক্তবর্ণ রূপে ধ্যান করিয়া শ্বাস নিতে নিতে ষোল বার জপ করিয়া পুনরায় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দম বন্ধ অবস্থায় ঐ 'রম্' মন্ত্রটি চৌষট্টি বার জপ করিয়া বাম নাসারন্ধ্র খুলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঐ 'রম্' মন্ত্রটি ৩২ বার জপ করিবে। এই স্থলে ও দমবন্ধ অবস্থায় মনে মনে চিন্তা করিবে মূলাধার চক্র স্থান হইতে উঠিয়া বহ্নি পাপপুরুষের সহিত দেহকে দগ্ধ করিল। তারপর 'ঠম্' এই চন্দ্রবীজ মন্ত্রটিকে শুক্লবর্ণবিশিষ্ট রূপে বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা শ্বাস টানিতে টানিতে ষোল বার জপ করিবে। এই সময় চিন্তা করিবে চন্দ্র ললাটে উদিত হইয়াছে। বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দমবন্ধ অবস্থায় 'বম্' এই বরুণবীজ মন্ত্রটি চৌষট্টি বার জপ চিন্তা করিবে ললাটস্থ চন্দ্র হইতে মাতৃকা বর্ণরূপিণী গলিত সুধা তাহার দ্বারা সমস্ত দেহ ভূষিত করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'লম্' এই পৃথ্বীবীজ মন্ত্রটি বত্রিশ বার জপ করিবে। সেই সময় চিন্তা করিবে নিজের দেহ সুদৃঢ় হইয়াছে। হৃদয়ে হস্ত তালু স্পর্শ করিয়া 'সোঽহম্' এই মন্ত্র বলিয়া জীবকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া নিজেকে দেবীরূপে চিন্তা করিবে।

● মাতৃকান্যাস—জোড়হাতে অস্যমাতৃকা ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতীদেবতা হলো বীজানি

স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা দেহের অংশে স্পর্শ করিয়া শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্র্যৈচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্ত কীলকায় নমঃ।

● অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস—জোড়হাতে ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয় সরসিজে, তালুমূলে ললাটে দ্বেপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ দশ দলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠ সহিতে, কণ্ঠদেশে স্বরাণাং হং ক্ষং তত্ত্বার্থ যুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং নমামি। কণ্ঠমূলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া—ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ওং। হৃদয় স্পর্শ করিয়া—ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ওঁ। নাভিতে—ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ওঁ। লিঙ্গমূলে—ওঁ বং ভং মং যং রং লং ওঁ। গুহ্যে—ওঁ বং শং ষং সং ওঁ। ভ্রূমধ্যে—ওঁ হং ক্ষং ওঁ।

● বাহ্যমাতৃকান্যাস—জোড়হাতে ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং ভাস্বন্ মৌলি নিবদ্ধচন্দ্র শকলামাপীন্ তুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাং চ হস্তাম্বুজৈর্বিভ্রানাং বিশদ প্রভাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে। এই মন্ত্রগুলি বলিয়া অঙ্গসকল স্পর্শ করিবে। ওঁ অং নমঃ ললাটে, ওঁ আং নমঃ মুখে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষুষি, ওঁ ঈং নমঃ বামচক্ষুষি, ওঁ উং নমঃ দক্ষিণ কর্ণে, ওঁ ঊং নমঃ বামকর্ণে. ওঁ

ঋং নমঃ দক্ষিণ নাসে, ওঁ ৠং নমঃ বামনাসে, ওঁ ঌং নমঃ দক্ষিণ গণ্ডে, ওঁ ৡং নমঃ বামগণ্ডে, ওঁ এং নমঃ ওষ্ঠে, ওঁ ঐং নমঃ অধরে, ওঁ ওং নমঃ ঊর্দ্ধ দন্তপংক্তৌ, ওঁ ঔং নমঃ অধঃ দন্তপংক্তৌ, ওঁ অং নমঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে, ওঁ অঃ নমঃ মুখে। ওঁ কং নমঃ দক্ষিণ বাহুমূলে, ওঁ খং নমঃ দক্ষিণ বাহু কূর্পরে, ওঁ গং নমঃ দক্ষিণ হস্ত মণিবন্ধে, ওঁ ঘং নমঃ দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুলিমূলে, ওঁ ঙং নমঃ দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ চং নমঃ বাম বাহুমূলে, ওঁ ছং নমঃ বামবাহু কূর্পরে, ওঁ জং নমঃ বামহস্ত মণিবন্ধে, ওঁ ঝং নমঃ বাম বাহু অঙ্গুলিমূলে, ওঁ ঞং নমঃ বামবাহু অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ টং নমঃ দক্ষিণ পাদমূলে, ওঁ ঠং নমঃ দক্ষিণ পাদসন্ধিতে, ওঁ ডং নমঃ দক্ষিণ পাদ গুল্‌ফে, ওঁ ঢং নমঃ দক্ষিণ পাদ অঙ্গুলিমূলে, ওঁ ণং নমঃ দক্ষিণ পাদ অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ তং নমঃ বামপাদমূলে, ওঁ থং নমঃ বামপাদ সন্ধিতে, ওঁ দং নমঃ বামপাদ গুল্‌ফে, ওঁ ধং নমঃ বামপাদ অঙ্গুলিমূলে, ওঁ নং নমঃ বামপাদ অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ পং নমঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, ওঁ ফং নমঃ বামপার্শ্বে, ওঁ বং নমঃ পৃষ্ঠে, ওঁ ভং নমঃ নাভৌ, ওঁ মং নমঃ উদরে, ওঁ যং নমঃ হৃদি, ওঁ রং নমঃ দক্ষিণ স্কন্ধে, ওঁ লং নমঃ ককুদি, ওঁ বং নমঃ বাম স্কন্ধে, ওঁ শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ করে, ওঁ সং নমঃ হৃদয়াদি বাম করে, ওঁ ষং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে, ওঁ হং নমঃ হৃদয়াদি বাম পাদে, ওঁ লং নমঃ হৃদয়াদি উদরে, ওঁ ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে।

● সংহার মাতৃকান্যাস—জোড়হাতে ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোত মুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার নম্রাম্। বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অঙ্গ

স্পর্শ করিয়া—ওঁ ক্ষং নমঃ হৃদয়াদি মুখে, ওঁ লং নমঃ হৃদয়াদি উদরে, ওঁ হং নমঃ হৃদয়াদি বামপাদে, ওঁ ষং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে, ওঁ সং নমঃ হৃদয়াদি বাম করে, ওঁ শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণ পাদে, ওঁ বং নমঃ বাম স্কন্ধে, ওঁ লং নমঃ ককুদি, ওঁ রং নমঃ দক্ষিণ স্কন্ধে, ওঁ যং নমঃ হৃদি, ওঁ মং নমঃ উদরে, ওঁ ভং নমঃ নাভৌ, ওঁ বং নমঃ পৃষ্ঠে, ওঁ ফং নমঃ বাম পার্শ্বে, ওঁ পং নমঃ দক্ষিণ পার্শ্বে, ওঁ নং নমঃ বামপাদ অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ ধং নমঃ বামপাদ অঙ্গুলিমূলে, ওঁ দং নমং বামপাদ গুল্‌ফে, ওঁ থং নমঃ বাম জানুনি, ওঁ তং নমঃ বামপাদমূলে, ওঁ ণং নমঃ দক্ষিণ পাদ অঙ্গুলি অগ্রে, ওঁ ঢং নমঃ দক্ষিণ পাদ অঙ্গুলি মূলে, ওঁ ডং নমঃ দক্ষিণ পাদ গুল্‌ফে, ওঁ ঠং নমঃ দক্ষিণ জানুনি, ওঁ টং নমঃ দক্ষিণ পাদমূলে, ওঁ ঞং নমঃ বাম করাঙ্গুল্যগ্রে, ওঁ ঝং নমঃ বাম করাঙ্গুলিমূলে, ওঁ জং নমঃ বামবাহু মণিবন্ধে, ওঁ ছং নমঃ বামবাহু কূর্পরে, ওঁ চং নমঃ বামবাহুমূলে, ওঁ ঙং নমঃ দক্ষিণ করাঙ্গুল্যগ্রে, ওঁ ঘং নমঃ দক্ষিণ কর অঙ্গুলিমূলে, ওঁ গং নমঃ দক্ষিণ কর মণিবন্ধে, ওঁ খং নমঃ দক্ষিণ বাহু কূর্পরে, ওঁ কং নমঃ দক্ষিণ বাহুমূলে, ওঁ অঃ নমঃ মুখে, ওঁ অং নমঃ মস্তকে, ওঁ ঔং নমঃ অধঃদন্তপংক্তৌ, ওঁ ওং নমঃ ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ, ওঁ ঐং নমঃ অধরে, ওঁ এং নমঃ ওষ্ঠে, ওঁ ৡং নমঃ বাম গণ্ডে, ওঁ ঌং নমঃ দক্ষিণ গণ্ডে, ওঁ ৠং নমঃ বাম নাসাপুটে, ওঁ ঋং নমঃ দক্ষিণ নাসাপুটে, ওঁ ঊং নমঃ বাম কর্ণে, ওঁ উং নমঃ দক্ষিণ কর্ণে, ওঁ ঈং নমঃ বামনেত্রে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ নেত্রে, ওঁ আং নমঃ মুখবৃত্তে, ওঁ অং নমঃ ললাটে।

● বর্ণন্যাস—হ্লাদ—অং নমঃ হইতে ঌং নমঃ, দক্ষিণ হস্তে—এং নমঃ হইতে ঘং নমঃ, বামহস্তে—ঙং নমঃ হইতে ঢং নমঃ, দক্ষিণ পদে—ণং নমঃ হইতে ভং নমঃ, বাম পদে—মং নমঃ হইতে ক্ষং নমঃ পর্য্যন্ত বলিবে।

● পীঠন্যাস—দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্প লইয়া ন্যাস করিবে। হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ, ওঁ মণিদ্বীপায় নমঃ, ওঁ চিন্তামণি গৃহায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিমাণিক্য বেদিকায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বাম স্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। বাম উরুতে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ উরুতে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বাম পার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনরায় হৃদয়ে—ওঁ অং অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ আনন্দকন্দায় নমঃ, ওঁ সম্বিন্নালায় নমঃ, ওঁ প্রকৃতিময় পত্রেভ্যঃ নমঃ, ওঁ বিকারময় কেশরেভ্যঃ নমঃ, ওঁ তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। হৃদয় পদ্মের পূর্ব্ব হইতে প্রতি কেশরে—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ

নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। তাহার উপরে—বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

● ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ দুং কীলকং পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধ্যর্থং শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা পূজায়াং বিনিয়োগঃ। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা (শিরসি) ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। (মুখে) ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি) ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে) হ্রীং বীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ) হুং শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে) দুং কীলকায় নমঃ।

● প্রাণায়াম—দূং এই মন্ত্র দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বাম নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস লইতে লইতে ষোলবার জপ করিবে। ইহার পর অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া ওই দূং মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবে। আবার অঙ্গুষ্ঠটি তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ওই দূং মন্ত্র ৩২ বার জপ করিবে। ইহার পর পূর্ব্বের মত মন্ত্রটি ১৬।৬৪।৩২ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস লইবে। বন্ধ করিবে ও বাম নাসারন্ধ্র দিয়া ত্যাগ করিবে। পুনরায় আর একবার ওই মন্ত্র ১৬।৬৪।৩২ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসারন্ধ্র দিয়া শ্বাস লইবে, বন্ধ করিবে ও ত্যাগ করিবে।

● করন্যাস—ওঁ দাম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ দূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ দৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

● অঙ্গন্যাস—ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, ওঁ দূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ দৈং কবচায় হুং, ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্।

● ষোড়ান্যাস—মস্তকে ওঁ, মূলাধারে স্ত্রীং, লিঙ্গে এং, নাভৌ ক্রীং, হৃদি ঐং, কণ্ঠে ক্লীং, ভ্রুমধ্যে সৌং, দক্ষিণ হস্তে ওঁ, বামহস্তে শ্রীং, দক্ষিণ পাদে হ্রীং, বামপাদে ক্লীং, পৃষ্ঠে ক্রৌং।

● বীজন্যাস—ব্রহ্মরন্ধ্রে দূং, ভ্রূমধ্যে দূঁ, ললাটে দূঁ, নাভৌ হূঁ, গুহ্যে হূঁ, মুখে হ্রীং, সর্ব্বাঙ্গে দূঁ।

● তত্ত্বন্যাস—দং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা পা হইতে নাভি পর্য্যন্ত, উং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত, উং শিবতত্ত্বায় স্বাহা হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত।

● ব্যাপকন্যাস—দূং এই মন্ত্র বলিতে বলিতে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আবার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিনবার দুইহাত চালনা করিবে। ইহার পর তান্ত্রিক ঘটস্থাপন, সূত্রবেষ্টন ও কাণ্ডরোপণ করিতে হইবে।

● সূত্রবেষ্টন—ওঁ সূত্রামানং পৃথ্বীং দ্যা মনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং, সুপ্রণীতিং দেবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসমস্রবন্তী মারুহেমা স্বস্তয়ে।

● কাণ্ডরোপণ—ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ।

● তান্ত্রিক ঘটস্থাপন—প্রতিমার সম্মুখে ভূমিতে পঞ্চগুঁড়ি দ্বারা অষ্টদল পদ্ম আঁকিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা দিয়া পঞ্চশস্য ছড়াইয়া ঘটটি তাহাতে বসাইবে। জলে পূর্ণ করিয়া ঘটের মধ্যে সিদ্ধি ও পঞ্চরত্ন

দিবে। পঞ্চপল্লব (আম্র, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ ও বকুল বা আম্র, কাঁঠাল, বট, কৎবেল ও বকুল) দিয়া তাহার উপর একসরা চাউল ও একটি সশীষ ডাব ও তাহার উপর এক অখণ্ড ছড়া রম্ভা দিয়া বস্ত্র বা গামছা দিয়া চাপা দিবে। ঘটে ও ডাবের উপর সিন্দূর দিয়া পুতুল আঁকিবে। তারপর তাহার উপরে বিল্বপত্র ও পুষ্প দিয়া কুশের ত্রিপত্র দিয়া ঘটের বিভিন্ন অংশ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবে। ক্লীং বলিয়া ঘটে জলের ছিটা দিয়া ধৌত করিবে। ঐং বলিয়া পুনরায় জলের ছিটা দিবে। হ্রীং বলিয়া ঘটটি বসাইবে। হ্রীং বলিয়া ঘটটি জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। ঘট স্পর্শ করিয়া—ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ পাতাল ভূগতাঃ। সর্ব্ব তীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্।। শ্রীং বলিয়া পল্লব স্পর্শ করিবে। হুং বলিয়া ফল স্পর্শ করিবে। স্ত্রীং বলিয়া স্থিরীকরণ করিবে। রং বলিয়া সিন্দূর স্পর্শ করিবে, যং বলিয়া পুষ্প স্পর্শ করিবে। দূং বলিয়া ঘটের উপর দূর্ব্বা দিবে। ওঁ বলিয়া ঘটে জলের ছিটা দিবে। হুঁ ফট্ স্বাহা বলিয়া স্পর্শ করিবে। পূজক চন্দন এবং সিন্দূর দ্বারা নিজ ললাটে ত্রিপুণ্ড্র আঁকিয়া—ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ বলিবে। তারপর ডান হাতে জল লইয়া ওঁ বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া আসনে জলের ছিটা দিবে। ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধ সর্ব্বপাপানি শময়াশেষ বিকল্প মপনয় হুং ফট্ স্বাহা বলিয়া মনে মনে হস্ত পদাদি ধৌত হইয়াছে মনে করিবে।

[illegible] বিল্বপত্র লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ওঁ সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামপাণি দ্বয়ান্বিতাং। চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে। রক্তবস্ত্র পরীধানাং বালার্ক সদৃশ্রীং তনুং। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। ত্রিবলী বলয়োপেতাং নাভিনাল মৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে। প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবসুন্দরীং (ভবগেহিনীম্)। এইভাবে ধ্যান করিয়া হাতের পুষ্প বিল্বপত্রটি নিজের মস্তকে লইয়া মানস উপচারে পূজা করিবে।
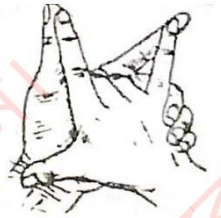
কূর্ম্ম মুদ্রা

● মানসপূজা—নিজ বক্ষে দুই হাতের তালু রাখিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে আমার হৃদয় পদ্ম দেবীর আসন, সেই পদ্ম হইতে নির্গত মধুধারা দেবীর পাদ্য, মন দেবীর অর্ঘ্য, পদ্মের নির্গত অমৃতধারা দেবীর আচমনীয়, দেবীর স্নানীয়, দেহাকাশ দেবীর বস্ত্র, নিজ কর্ম্মফল দেবীর গন্ধ, নিজ চিত্ত দেবীর পুষ্প, ধূপ, নিজ তেজ দেবীর দীপ, সুধার সাগর দেবীর নৈবেদ্য, অনাহত ধ্বনি দেবীর ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্ব দেবীর চামর, সহস্রার চক্র দেবীর ছত্র, শব্দতত্ত্ব দেবীর গীতবাদ্য, ইন্দ্রিয় কর্ম্মসকল দেবীর নৃত্য এই রূপ কল্পনা করিয়া মনে মনে এই দেহ সমগ্র দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করাই মানস পূজা।

প্রার্থনা মুদ্রা

● বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—পূজক নিজের বামদিকে ভূমিতে একটি ত্রিকোণমণ্ডল জল দ্বারা অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর ত্রিপদিকা রাখিবে। ফট্ এই মন্ত্রে শঙ্খটি ধুইয়া তাহার উপর স্থাপন করিবে। নমঃ মন্ত্রে ঐ শঙ্খের উপর গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপচাউল ও বিল্বপত্র দিবে। কুশীতে জল লইয়া দুং এবং বিলোম মাতৃকাবর্ণ যথা—ওঁ ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং দুং বলিয়া শঙ্খটির তিনভাগ পরিমিত অংশ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ বলিয়া ত্রিপদিকাতে একটি গন্ধপুষ্প দিবে। পুনরায় একটি গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ বলিয়া শঙ্খে ও আবার গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ বলিয়া জলে দিয়া পূজা করিবে। পুনরায় এক একটি গন্ধপুষ্প লইয়া শঙ্খের উপর মন্ত্র বলিয়া ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, ওঁ দূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ দৈং কবচায় হুং, ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট, ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্ দিবে। ওই শঙ্খের জলে অঙ্কুশ মুদ্রায় ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। বলিয়া সূর্য্যমণ্ডল

গালিনী মুদ্রা

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গে দেবি ইহাবহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু বলিয়া আবাহন করিবে। হুং বলিয়া অবগুণ্ঠন মুদ্রা, বষট বলিয়া গালিনী মুদ্রা দেখাইবে। বৌষট বলিয়া জলে দৃষ্টি দিয়া অস্ত্র মুদ্রার সংরক্ষণ করিয়া ওঁ দূং জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে একটি গন্ধপুষ্প শঙ্খের উপর দিয়া মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দূং মন্ত্রটি শঙ্খের উপর দশবার জপ করিয়া বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া—দূং মন্ত্রে শঙ্খের কিছু জল কোশায় ঢালিয়া সেই কোশার জল কুশের ত্রিপত্র দ্বারা নিজ অঙ্গে ও পূজার উপকরণাদিতে ছিটাইয়া দিবে।

● গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা—প্রথমে পূর্ব্বমত আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মন্ত্র বলিয়া ওঁ গাম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ গৈম্ অনামিকাভাং হুং, ওঁ গৌ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করন্যাস ও ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ গীং শিরসে স্বাহা, ওঁ গূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ গৈং কবচায় হুং, ওঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ গঃ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিবে। ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং প্রস্যন্দন্মদ গন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং (কর্ম্মসু)। তারপর পুষ্পটি ঘটে দিয়া দশ

উপচারে পূজা করিবে। যথা—এতৎ পাদ্যার্থোদকং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদম্ অর্ঘ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, (সামবেদীয় ভিন্ন অন্যেরা ইদম্ অর্ঘ্যং স্থলে এষঃ অর্ঘ্য বলিবে) ইদম্ আচমনীয়ার্থোদকং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদম্ স্নানীয়ার্থোদকং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষঃ গন্ধ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদম্ সচন্দন পুষ্পং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষঃ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষঃ দীপ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পানীয়ার্থোদকং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ এতৎ আচমনীয়ার্থোদকং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ তাম্বুলং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, তারপর জোড়হাতে প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজ রেণবঃ।। যথাশক্তি জপ করিবে। জপ মন্ত্র—ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্র—ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরঃ।।

● সূর্য্যপূজা—পূর্ব্ববৎ আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া ওঁ ভগবদ্দেব সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। এই মন্ত্র বলিয়া আবাহন করিবে। পূর্ব্ববৎ 'সাং' এই মন্ত্রটি বলিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিবে। ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈক সিন্ধুং ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান দধতং করাব্জৈঃ

৩ মাণিক্য মৌলি মরুণাংশুরুচিং ত্রিনেত্রং এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিবে। পূর্ব্ববৎ দশ উপচারে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ প্রণাম করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে ও জপ সমর্পণ মন্ত্র বলিবে। জপ মন্ত্র—ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

● দুর্গাপূজা—পূর্ব্ববৎ ওঁ দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিবে। ওঁ হ্রাম্ এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় জবাপুষ্প ও বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান—ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল ভয়দাং মৌলি বদ্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥ অথবা ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ শঙ্খং চক্রং ধনুঃ শরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার কঙ্কণ রণৎ কাঞ্চিক্বনন্ নূপুরা দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিবে। পূর্ব্ববৎ দশ উপচারে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। পূজার অন্তে প্রণাম করিবে—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি [illegible] ণি নমোঽস্তুতে॥ যথাশক্তি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া জপ করিয়া জপ সমর্পণ মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু তদ্দেবী তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী।

● শিবপূজা—পূর্ব্ববৎ ওঁ শিব ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া শিবের আবাহন করিবে। 'ওঁ শাং' এই মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় সচন্দন বিল্বপত্র ও পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নং। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত মমরগণৈ র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং। ধ্যান করিয়া পুষ্প বিল্বপত্রটি ঘটে দিয়া দশ উপচারে ওঁ নমঃ শিবায় বলিয়া পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। একটি একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শক্তিমধ্যে দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বম্ বম্ করিয়া গালবাদ্য করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ। ওঁ মহাদেবং মহাত্রাণং মহাযোগিনমীশ্বরং। মহাপাপ হরং দেব ম কারায় নমো নমঃ। 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলিয়া যথাশক্তি জপ করিয়া পূর্ব্ববৎ পরুষ দেবতার জপ সমর্পণ

● নারায়ণপূজা—শালগ্রাম শিলায় আবাহন নাই। ওঁ নাম মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন যুক্ত সাদা ফুল ও তুলসীপত্র লইয়া ধ্যান করিবে—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ॥ ধ্যান করিয়া পুষ্প তুলসীপত্রটি নারায়ণ শিলায় দিবে। ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। যথা—এতৎ রজতাসনং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। ওঁ নারায়ণ স্বাগতং সুস্বাগতং সুখেন আগতং তে। এতৎ পাদ্যার্থোদকং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। ইদম্ অর্ঘ্যম্ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। (সামবেদীয় ভিন্ন অপরে ইদম্ অর্ঘ্যম্ স্থলে এষঃ অর্ঘ্যঃ বলিবে।) এতৎ আচমনীয়ার্থোদকং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এষঃ মধুপর্কঃ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ স্নানীয়ার্থোদকং নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ বস্ত্রং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতদ্ রজতাভরণম্ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এষঃ গন্ধঃ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥ এতৎ পুষ্পং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনি স্বাহা। এষঃ ধূপঃ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতদামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতদাচমনীয়ার্থোদকং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। এতৎ তাম্বুলং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

'ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ' মন্ত্রে যথাশক্তি জপ করিয়া পুরুষ দেবতার জপ সমর্পণ মন্ত্রে জপ সমাপ্ত করিবে। এই অবসরে আচার বশতঃ অগ্নিপূজা করিবে।

● অগ্নিপূজা—ওঁ অগ্নে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া 'ওঁ আং' প্রভৃতি মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।। ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিয়া ওঁ অগ্নয়ে নমঃ মন্ত্রে দশ উপচারে পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।। ওঁ আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি। ইহার পর একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি দশবতারেভ্যো নমঃ। ইহার পর পীঠপূজা।

● পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ির দ্বারা নির্ম্মিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্মে পূজা করিবে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ। আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্নীত। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিদ্বীপায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চিন্তামণি গৃহায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পারিজাতায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিমাণিক্য বেদিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অনন্তায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আনন্দকন্দায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সম্বিন্নালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে প্রকৃতিময় পত্রেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিকারময় কেশরেভ্য নম। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তত্ত্বময় কর্ণিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্ত্বায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং রজসে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তং তমসে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং আত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঊং জয়ায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। তদুপরি এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শঙ্খনিধয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং পদ্মনিধয়ে নমঃ। তারপর ওঁ হ্রাম্ অঙ্গুষ্ঠায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ববৎ করন্যাস ও অঙ্গন্যাস পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় বিল্বপত্র জবাপুষ্প চন্দন মাখাইয়া লইয়া দেবীর ধ্যান করিবে—ওঁ সিংহ স্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাং। চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥ শঙ্খ শার্ঙ্গ সমাযুক্ত বামযুক্ত দ্বয়ান্বিতাং, চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে। রক্তবস্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশী তনুং। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্। ত্রিবলী বলয়ো পেতাং নাভিনাল মৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসন সমন্বিতে। প্রফুল্ল কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্ত্বাং ভবসুন্দরীং (ভবগেহিনীং)। ধ্যান করিয়া পুষ্পটি দক্ষিণ হস্তের তালুতে লইয়া নিজ তেজ সুষুম্না পথে নাসিকা রন্ধ্রপথে নির্গত করিয়া করস্থ মাতৃকা পদ্মে পুষ্পে চৈতন্য চিন্তা করিয়া মূলযন্ত্রে মূলমন্ত্র কল্পিত মূর্ত্তিতে পুষ্পটি দিয়া দেবীর আবাহন করিবে।

● যন্ত্র প্রমাণ—ত্রিকোণ ত্রিতয়ং চাদৌ ত্রিবিম্ব সহিতং ততঃ। অষ্টপত্রং ...

উত্তঃ। যন্ত্রভূপুর সংযুক্তং বালার্কোদ্ভাবনামুনা। তত্রত্বাং পূজয়েদ্দেবীং মূল প্রকৃতি রূপিণীং॥) ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ জোড়হাতে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব ইহসন্নিহিতা ভব। এই মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। হুং মন্ত্র বলিয়া অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া দেবীর হৃদয়ে হাত দিয়া ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, ওঁ দূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ দৈং কবচায় হুং, ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গমুদ্রা দেখাইয়া পরমীকরণ মুদ্রা দ্বারা পরমীকরণ করিয়া ভূতিনী, যোনি, আকর্ষিণী মুদ্রা দেখাইবে। ইহার পর চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

জগদ্ধাত্রী যন্ত্রম্

পরমীকরণ মুদ্রা

ভূতিনীমুদ্রা

● চক্ষুর্দ্দান—বিল্বপত্রে ঘৃতের কাজল করিয়া বিল্বপত্রের বোঁটার দ্বারা গায়ত্রীপাঠ করিয়া প্রথমে ঊর্দ্ধনেত্র, পরে বামনেত্র ও শেষে দক্ষিণ নেত্রে কাজল দিয়া চক্ষুর্দ্দান করিবে। অথবা অতিরিক্ত বিশেষ মন্ত্র অনুসারেও চক্ষুর্দ্দান করা চলে। মন্ত্র—ঊর্দ্ধনেত্রে—ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সধাবৃধঃ সখা।

কয়া শচিষ্টয়া বৃতা। বামনেত্রে—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে। দক্ষিণ নেত্রে—ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ আপ্রাদ্যাবা পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

● প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রতিমার হৃদয়ে বামহস্ত সংযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দিয়া লেলিহান মুদ্রায় ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥ ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তুচ অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনোজ্জ্যোতি র্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং স ইমং দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। ওঁ বায়ুর্ণঃ শর্ম্ম মর্ম্ম ভূতিং প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠ। এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় প্রতিমার হৃদয়ে হস্ত দিয়া পঞ্চ মন্ত্র জপ করিবে। যথা—ওঁ হং সঃ শুচিষদ্বসু রন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদ্ তিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা বৃহৎ (ঋতং)॥ ১॥ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ

লেলিহান মুদ্রা

বিক্রমণেস্বাধ ক্ষিয়ান্ত ভুবনানি বিশ্বাঃ।। ২।। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু। আ সিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।। ৩।। ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমীহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।। ৪।। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।। ৫।। ইহার পর প্রতিমার মস্তকে দুর্গা গায়ত্রী দশবার জপ করিবে।

● দুর্গা গায়ত্রী—ওঁ গণাম্বিকায়ৈ বিদ্মহে মহাদেব্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।। ইহার পর সিংহের চক্ষুর্দ্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ইহার পর দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে রজতাসন লইয়া কোশার পার্শ্বে বিল্বপত্রের উপর রাখিয়া কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবে ও মন্ত্র বলিবে। এতস্মৈ বং রজতাসনায় নমঃ, এতস্মৈ বং রজতাসনায় নমঃ, এতস্মৈ বং রজতাসনায় নমঃ। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্ সম্প্রদানায় দূং ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। বলিয়া আসনটি ধরিয়া ওঁ সর্ব্বভূতান্তরস্থায়ৈ সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে। কল্পায়ামুপবেশার্থং আসনং তে নমো নমঃ।। বলিয়া রজতাসনটি তুলিয়া এতদ্রজতাসনং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে দান করিবে। জোড়হাতে বলিবে—দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গেদেবি স্বাগতং সুস্বাগতং সুখেন আগতং তে। ওঁ যস্যা দর্শন মিচ্ছন্তি সেন্দ্রা ব্রহ্মহরাদয়ঃ। কৃপয়া মম দেবেশি মদগ্রে সন্নিধী ভব।। তেষাং তে পরমেশানি স্বাগতং স্বাগতং ভবেৎ। কৃতার্থোঽহনুগৃহীতোঽস্মি জীবিতং মম।। যদাগতাসি দেবেশি চিদানন্দ

ময়াব্যয়ে। অজ্ঞানাদ্বা কৈবল্যাৎ সাধনস্য চ। যদপূর্ণ ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখী ভব।। কুশীতে পাদ্যের অনুকল্প হিসাবে জল সচন্দন পুষ্প লইয়া আসন উপচার দানের মত এতৎ সম্প্রদানায় দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ পর্য্যন্ত বলিয়া কুশীটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া ওঁ যৎপাদজল সংস্পর্শাৎ শুদ্ধিমাপ জগত্রয়ং। তৎ পাদাব্জ প্রোক্ষণার্থং পাদ্যং তে কল্পয়াম্যহম্।। বলিয়া জলটি তামার টাটে ঢালিয়া দিবে। অর্ঘ্যটি লইয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপিত হইয়াছে যে শঙ্খে, তাহার উপর রাখিয়া এতস্মৈ বং অর্ঘ্যায় নমঃ মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া ত্রিপত্র কুশের দ্বারা অর্ঘ্যের উপর জলের ছিটা দিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্ অধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্ সম্প্রদানায় দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া অর্ঘ্যটি হাতে লইয়া ওঁ পরমানন্দ সন্দোহো জায়তে যৎ প্রসাদতঃ। তস্যৈ সর্ব্বাত্মভূতায়ৈ আনন্দার্ঘ্য সমর্পয়ে। ইদম্ অর্ঘ্যং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ স্বাহা (সামবেদীয় ভিন্ন অপরে বলিবে ইদম্ অর্ঘ্যং স্থলে এষো অর্ঘ্যঃ) বলিয়া অর্ঘ্যটি দেবীর মস্তকে বা ঘটের উপর দিবে। কুশীতে আচমনীয়ার্থ উদক (জল) লইয়া পূর্ব্ববৎ উপচার দানের ন্যায় জলের ছিটা ও সচন্দন পুষ্প দিয়া এতদ্ সম্প্রদানায় দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া কুশীটি দুই হাতে ধরিয়া ওঁ যদুচ্ছিষ্ট মপিস্পৃষ্টং শুদ্ধিমেত্যখিলং জগৎ। তস্মৈ মুখারবিন্দায় আচামং কল্পয়ামি তে। এতদ্ আচমনীয়ার্থোদকং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিটা জলটি তামার টাটে ঢালিয়া দিবে। মধুপর্ক বাটীতে দধি মধু ও চিনি দিয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া বাটিটি হাতে লইয়া—

ওঁ তাপত্রয় বিনাশার্থং অখণ্ডানন্দ হেতবে। মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসাদ পরমেশ্বার। এষঃ মধুপর্কঃ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে দান করিবে। কুশীতে পুনর্ব্বার জল লইয়া পুনরাচনীয়ার্থ উদকটি পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া হাতে লইয়া—ওঁ অশুচিঃ শুচিতামেতি যৎ স্পৃষ্ট স্পর্শ মাত্রতঃ। অস্মিংস্তে বদনাম্ভোজে পুনরাচমনীয়কং। এতদ্ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া জলটি তামার টাটে ঢালিয়া দিবে।

পুনরায় কুশীতে স্নানার্থ উদক লইয়া পূর্ব্ববৎ করিবে। কুশীটি হাতে লইয়া—ওঁ জলং চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্। স্নানার্থং তে প্রযচ্ছামি জগন্মাত প্রগৃহ্যতাম্। এতৎ স্নানার্থোদকং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া তামার টাটে ঢালিয়া দিবে। বস্ত্র লইয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া বস্ত্রটি হাতে লইয়া—ওঁ সর্ব্ববরণহীনায়ৈ মায়া প্রচ্ছন্ন তেজসে বসনং পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে। এতদ্ বস্ত্রং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। দেবীর উদ্দেশ্যে দান করিবে। (পট্টবস্ত্র হইলে ওঁ সর্ব্বাবরণ মন্ত্র স্থলে ওঁ বহুতন্তু সমাযুক্তং পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিতম্। বাসোদেবি সুশুক্লং চ গৃহাণ বরবর্ণিনি। এই মন্ত্রটি বলিবে) রজতাভরণ বা স্বর্ণাভরণ লইয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া আভরণটি লইয়া ওঁ বিশ্বাভরণ ভূতায়ৈ বিশ্বশোভৈক যোনয়ে। মায়া বিগ্রহ ভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে। এতৎ রজতাভরণম্ (স্বর্ণাভরণম্) দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে দান করিবে। একটি বিল্বপত্রে সিন্দূর লইয়া ইদম্ সিন্দূরং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ

বলিয়া দেবীর সীমন্তে ও কপালে সিন্দূর দিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া গন্ধকে পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া—ওঁ গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যয়া গন্ধধরা ধরা। তস্যৈ পরাত্মনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে। এষঃ গন্ধঃ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। বলিয়া দেবীকে পুষ্পটি দিবে। পুনরায় সচন্দন পুষ্প লইয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিয়া—ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেব নির্ম্মিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্।। এতৎ পুষ্পং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পুষ্পটি দেবীকে দিবে। বিল্বপত্র মাল্য লইয়া এতৎ সচন্দন বিল্বপত্র মাল্যং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর গলায় পরাইয়া দিবে। পুষ্পমাল্য ও চন্দ্রমাল্য ও উপরোক্ত মন্ত্রে দেবীকে দিবে।

প্রজ্বলিত ধূপ লইয়া পূর্ব্ববৎ করিয়া—ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যং সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষঃ ধূপঃ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া ঘণ্টার পূজা করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ও জয়ধ্বনি মন্ত্রমাত স্বাহা বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প ঘণ্টার উপর দিয়া বামহাতে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ধূপটি দেবীর সম্মুখে ঘুরাইবে। মনে করিবে দেবী ইহার আঘ্রাণ লইয়াছেন। দীপকাঠি বা প্রজ্বলিত দীপ লইয়া পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিবে। ওঁ সুপ্রকাশ মহাদীপঃ সর্ব্বতঃ তিমিরাপহঃ। সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ বলিয়া দেবীর দৃষ্টি পর্য্যন্ত দেখাইবে। দীপের তাপ লইয়া দেবীর হৃদয়ে দুই কপোলে ও দেবীর ললাটে স্পর্শ করাইবে। এষঃ দীপঃ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া দেবীর [illegible]

দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া তিনবার বা পাঁচবার অঞ্জলি দিবে। মূল নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া নৈবেদ্যে কুশের ত্রিপত্র দিয়া জলের ছিটা দিবে। পুনরায় কুশের ত্রিপত্র দ্বারা এতস্মৈ বং সোপকরণ সঘৃত আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ এই মন্ত্র তিনবার বলিবে ও তিনবার জলের ছিটা দিবে। একটি একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া বলিবে—এতে গন্ধপুষ্পে সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যায় নমঃ, এত গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্ সম্প্রদানায় দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। পুষ্প দিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। একবার করতালি দিবে ও হ্রীং মন্ত্র দশবার জপ করিবে। কুশীতে একটু করিয়া জল দিয়া ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা বলিবে ও বামহস্তে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান গ্রাসমুদ্রা দেখাইতে দেখাইতে কুশীতে করিয়া এক একবার জল দিতে দিতে বলিবে ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা। ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষানেদং হবিঃ শিবে (সুখং)।

ইহার পর একটু অপেক্ষা করিবে। আবার কুশীতে জল লইয়া ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা বলিবে ও জল দিবে। তারপর জোড়হাতে—ওঁ নৈবেদ্যং স্বাদসংযুক্তং নানা ভক্ষ্য সমন্বিতং। নিবেদয়ামি ভক্ত্যেদং জুযস্ব পরমেশ্বরি। পুনরায় কুশীতে জল লইবে, এতদাচমনীয়ং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া জলটি তামার টাটে দিবে। এই অবসরে অন্যান্য নৈবেদ্যের দ্রব্যাদিও উৎসর্গ করিবে। পানীয় জলে একটি সচন্দন

পুষ্প দিবে ও বলিবে—এতৎ পানার্থোদকং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পুনরাচমনীয়ার্থ জল কুশীতে লইয়া এতৎ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া তামার টাটে ঢালিবে। তাম্বুল পাত্রে সচন্দন পুষ্প দিবে ও পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিবে। জোড়হাতে—ওঁ পূগ কর্পূর খদির লবঙ্গৈরাদি সংযুতং তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে॥ এতৎ তাম্বুলং দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। ইহার অপর কোন অনুৎসর্গিত দ্রব্য থাকিলে তাহাও দেবীকে উৎসর্গ করিবে। এই সময়ে অষ্টোত্তর শতদীপ মালা উৎসর্গ করিবে। তারপর দেবীর হৃদয়, মস্তক, মূলাধার, পাদপদ্ম প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দূং ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। অনন্তর হাতজোড় করিয়া—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে বলিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে।

● আবরণ পূজা—প্রথমে দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গে দেবি আবরণং তে পূজয়ামি এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে। তারপর ওঁ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়াঃ আবরণ দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মমপূজাং গৃহ্লীত এই মন্ত্রে আবরণ দেবতা সকলকে আহ্বান করিবে।

● গুরুপঙ্ক্তি পূজা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ,

তর্পণ। ওঁ গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরম গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরাপর গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুং তর্পয়ামি। পুনরায় সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, শিরোঽঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৈং কবচায় হুং কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমাত্মানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমেষ্ঠ্যানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শুভোদয়ানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কুলানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কমলানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কালানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ (এইগুলি সব দিব্যগুরু)। পূর্ব্ববৎ ঐভাবে সচন্দন পুষ্প লইয়া নারদানন্দনাথ, কাশ্যপানন্দনাথ, শম্ভানন্দনাথ, ভার্গবানন্দনাথ, কুলকৌলিকানন্দনাথ (এইগুলি সব সিদ্ধগুরু)। রুদ্রাচার্য্যানন্দনাথ, ক্ষমাচার্য্যানন্দনাথ, পবনাশনানন্দনাথ, কুমারীশানন্দনাথ, শক্তিধরানন্দনাথ, জ্ঞানানন্দনাথ, প্রভাকরানন্দনাথ, হরিশর্ম্মানন্দনাথ, দত্তাত্রেয়ানন্দনাথ, প্রিয়ংবদানন্দনাথ, চর্য্যানন্দনাথ (এইগুলি

পুষ্প দিবে ও বলিবে—এতৎ পানার্থোদকং দুং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পুনরাচমনীয়ার্থ জল কুশীতে লইয়া এতৎ পুনরাচমনীয়ার্থোদকং দুং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া তামার টাটে ঢালিবে। তাম্বুল পাত্রে সচন্দন পুষ্প দিবে ও পূর্ব্ববৎ উৎসর্গ করিবে। জোড়হাতে—ওঁ পূগ কর্পূর খদির লবঙ্গৈরাদি সংযুতং তাম্বুলং মুখরাগায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে॥ এতৎ তাম্বুলং দুং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। ইহার অপর কোন অনুৎসর্গিত দ্রব্য থাকিলে তাহাও দেবীকে উৎসর্গ করিবে। এই সময়ে অষ্টোত্তর শতদীপ মালা উৎসর্গ করিবে। তারপর দেবীর হৃদয়, মস্তক, মূলাধার; পাদপদ্ম প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দুং ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। অনন্তর হাতজোড় করিয়া—ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে বলিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে।

● আবরণ পূজা—প্রথমে দুং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গে দেবি আবরণং তে পূজয়ামি এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা লইবে। তারপর ওঁ দুং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গায়াঃ আবরণ দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মমপূজাং গৃহ্ণীত এই মন্ত্রে আবরণ দেবতা সকলকে আহ্বান করিবে।

● গুরুপঙক্তি পূজা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ,

তর্পণ। ওঁ গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরম গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরাপর গুরুং তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুং তর্পয়ামি। পুনরায় সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দাং হৃদয়ায় নমঃ, হৃদয়াঙ্গ শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দীং শিরসে স্বাহা, শিরোঽঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দূং শিখায়ৈ বষট্ শিখাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৈং কবচায় হুং কবচাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নেত্রত্রয়ায় শক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দঃ অস্ত্রায় ফট্ অস্ত্রাঙ্গশক্তি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমাত্মানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং পরমেষ্ঠ্যানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়াামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শুভোদয়ানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কৃষ্ণানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কমলানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং কালানন্দনাথ শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ (এইগুলি সব দিব্যগুরু)। পূর্ব্ববৎ ঐভাবে সচন্দন পুষ্প লইয়া নারদানন্দনাথ, কাশ্যপানন্দনাথ, শম্ভানন্দনাথ, ভার্গবানন্দনাথ, কুলকৌলিকানন্দনাথ (এইগুলি সব সিদ্ধগুরু)। রুদ্রাচার্য্যানন্দনাথ, ক্ষমাচার্য্যানন্দনাথ, পবনাশনানন্দনাথ, কুমারীশানন্দনাথ, শক্তিধরানন্দনাথ, জ্ঞানানন্দনাথ, প্রভাকরানন্দনাথ, হরিশর্ম্মানন্দনাথ, দত্তাত্রেয়ানন্দনাথ, প্রিয়ংবদানন্দনাথ, চর্য্যানন্দনাথ (এইগুলি

সব মানব গুরু)। সশক্তিকগুরু অমুকা (নিজগুরুর নাম) নন্দনাথ প্রভৃতির একটি করিয়া সচন্দনপুষ্প দিয়া পূজা করিবে।

পুনরায় একটি করিয়া সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারদঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহুলাদেব্যম্বা শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইভাবে কালীদেব্যম্বা, প্রভাদেব্যম্বা, মায়াদেব্যম্বা, জয়াদেব্যম্বা, সূক্ষ্মাদেব্যম্বা, বিশুদ্ধাদেব্যম্বা, নন্দিনীদেব্যম্বা, সুপ্রভাদেব্যম্বা, বিজয়াদেব্যম্বা, সর্ব্বসিদ্ধিদেব্যম্বা, শঙ্খনিধিদেব্যম্বা, পদ্মনিধিদেব্যম্বা, উমাদেব্যম্বা, শূলধারিণীদেব্যম্বা, খেচরীদেব্যম্বা দ্বারবাসিনীদেব্যম্বা, সুগন্ধাদেব্যম্বা, সর্ব্বসাধিনীদেব্যম্বা, চণ্ডিকাদেব্যম্বা, সৌভদ্রিকাদেব্যম্বা, অশোকবাসিনীদেব্যম্বা, বজ্রধারিণীদেব্যম্বা, মহাবাণীদেব্যম্বা, জগন্মাতৃদেব্যম্বা, ললিতাদেব্যম্বা, সিংহবাহিনীদেব্যম্বা, ভগবতীদেব্যম্বা, বিন্ধ্যবাসিনীদেব্যম্বা, মহাবলাদেব্যম্বা, ভূতলবাসিনীদেব্যম্বা প্রভৃতির পূজা করিবে। সচন্দন পুষ্প লইয়া ব্রাহ্ম্যাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈং নারায়ণ্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঊং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঋৃং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ৠং কৌমার্য্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং অপরাজিতায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঔং বারাহ্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঃ নারসিংহ্যৈ নমঃ, এতে

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এইক্রমে রুরবে ভৈরবায়, চণ্ডায় ভৈরবার, ক্রোধায় ভৈরবায়, উন্মত্তায় ভৈরবায়, কপালিনে ভৈরবায়, ভীষণায় ভৈরবায়, সংহারিণে ভৈরবায় প্রভৃতির পূজা করিয়া ক্ষেত্রপাল ও বটুকগণের পূজা করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, এইক্রমে ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায়, অগ্নিবেতালায় ক্ষেত্রপালায়, কালায় ক্ষেত্রপালায়, করালায় ক্ষেত্রপালায়, একপাদায় ক্ষেত্রপালায়, ভীষণায় ক্ষেত্রপালায়, ব্রহ্মাণীপুত্র বটুকায়, মাহেশ্বরীপুত্র বটুকায়, বৈষ্ণবীপুত্র বটুকায়, কৌমারীপুত্র বটুকায়, ইন্দ্রাণীপুত্র বটুকায়, মহালক্ষ্মীপুত্র বটুকায়, বারাহীপুত্র বটুকায়, চামুণ্ডাপুত্র বটুকায় বলিয়া পূজা করিবে। পরে লোকপালগণের পূজা করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। এইভাবে রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে, যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে, ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে, বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে, বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে, কুং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে, হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে, আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে, হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে এইভাবে পূজা করিবে। পরে ঋষিপঙ্‌ক্তির পূজা করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জমদগ্নি ঋষি শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ। এইভাবে ভরদ্বাজ ঋষি, ভৃগু ঋষি, গৌতম ঋষি, কাশ্যপ ঋষি, বিশ্বামিত্র ঋষি, শিব ঋষি, নন্দীশ্বর ঋষি, কহমিক ঋষি, স্থণ্ডিক ঋষি প্রভৃতির পূজা করিয়া— এতে গন্ধপুষ্পে দূং ওঁ সায়ুধ সবাহন সপরিবারায় হ্রীং শ্রীং জগদ্ধাত্রী দুর্গাং পূজয়ামি নমঃ। দূং ওঁ সায়ুধ

সবাহন সপরিবারায় হ্রীং শ্রীং জগদ্ধাত্রী দুর্গা তর্পয়ামি এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। পুনরায় সচন্দন পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ করীন্দ্রাসুরায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধান্যলক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে চিত্রস্থ দেবতাভ্যো নমঃ।

● নীলকণ্ঠ ভৈরবের পূজা—প্রথমে আবাহন যথা—ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া—ওঁ নাম্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ নীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ নূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ নৈম্ অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ নৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ নঃ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। ওঁ নাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ নীং শিরসি স্বাহা, ওঁ নূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ নৈং কবচায় হুং, ওঁ নৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ নঃ অস্ত্রায় ফট্। কূর্ম্মমুদ্রায় হাতে সচন্দন বিল্বপত্র ও আকন্দ বা অন্য পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে।

● ধ্যান—ওঁ বালার্কায়ুততেজসং ধৃতজটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎ পঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্ পরিধান মব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে॥ হাতের বিল্বপত্র পুষ্পাদি ঘটে দিয়া যোড়শোপচারে নীলকণ্ঠ ভৈরবের পূজা করিবে। প্রথমে রজতাসন বা স্বর্ণাসন লইয়া বামদিকে একটি বিল্বপত্রের উপর রাখিবে। ওঁ এতস্মৈ বং রজতাসনায়

(স্বর্ণাসনায়) নমঃ এই মন্ত্রটি তিনবার বলিবে ও কুশের ত্রিপত্র দ্বারা তিনবার জলের ছিটা দিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। পুষ্পটি রজতাসনে (স্বর্ণাসনে) দিবে। পুনরায় একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ নীলকণ্ঠ ভৈরবায় নমঃ। পুষ্পটি সেই রজতাসনে (স্বর্ণাসনে) দিবে। আসনটি বিল্বপত্র হইতে উঠাইয়া নীলকণ্ঠ ভৈরবের উদ্দেশ্যে দিবে। এইভাবে স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, রজতাভরণ (স্বর্ণাভরণ), গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র মাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥ পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প বিল্বপত্র লইয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ৩১) করিবে। দেবীর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। (দশ উপচার—যথা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয় পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। পঞ্চ উপচার—যথা—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য)। ইহার পর সিংহের পূজা করিবে। ধ্যান—ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কার ভূষিতং, মেরুশৃঙ্গ প্রতীকাশ সিংহাসন নমোঽস্তুতে। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ। এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে সিংহের পূজা করিবে। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া ওঁ নারদাদ্যাদি মুনিগণেভ্যঃ নমঃ বলিয়া মুনিগণের পূজা করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি লইয়া এষঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ দুং শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পাঁচবার অঞ্জলি দিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠ ভৈরব সহিতায়াঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়ৈ নমঃ। কুশীতে জল লইয়া সাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সায়ুধায়াঃ সপরিবারায়াঃ সবাহনায়াঃ নীলকণ্ঠ ভৈরব সহিতায়াঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেব্যাঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা মন্ত্রে জল দিয়া তিনবার তর্পণ করিবে। অষ্টোত্তর শত বা অষ্টোত্তর সহস্রবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥ মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ মন্ত্রে প্রণাম করিবে। ইহার পর মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে (পৃঃ ২৮)। বলিদান থাকিলে এই সময় বলিদান করিবে।

● তান্ত্রিক বলিদান বিধি—সুলক্ষণযুক্ত পশুকে স্নান করাইয়া দেবীর সম্মুখে আনিবে। শ্বেতসরিষা পশুর গাত্রে ছিটাইয়া ভূতাপসারণ করিবে। অর্ঘ্যপাত্রের জল দ্বারা পশুকে প্রোক্ষণ করিবে। ফট্ মন্ত্রে রক্ষণ, হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিবে। পশুর শৃঙ্গে ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশে কোটী সূর্য্য সমপ্রভে। সিন্দূরং কজ্জলাদীনি গৃহ্ণ গৃহ্ণ যথাসুখম্ মন্ত্রে সিন্দূর দিবে। গন্ধপুষ্প আতপচাল দিয়া ওঁ অমুক পশবে নমঃ মন্ত্রে পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে। পশুটি বামহস্তে ধরিয়া দূং মন্ত্রে তাহার অঙ্গে তত্ত্বমুদ্রায় সাতবার প্রোক্ষণ করিবে।

তত্ত্বমুদ্রা

ওঁ পশু পাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্ম্মণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ এই মন্ত্রটি পশুর কর্ণে বলিবে। ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রেশ্বরি লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া খড়্গের উপর গন্ধপুষ্প দিবে। তারপর ধ্যান করিবে। মন্ত্র—যথা—ওঁ কৃষ্ণং পিণাক পাণিঞ্চ কালরাত্রি স্বরূপিণম্। উগ্রং রক্তাস্য নয়নং রক্তমাল্যানুলেপনম্। রক্তাম্বর ধরং চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনম্। পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্।। খড়্গের অগ্রদেশে, মধ্যদেশে ও মূলদেশে সিন্দূরের টিপ দিয়া দুং মূলমন্ত্র লিখিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া খড়্গের অগ্রদেশে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং বাগীশ্বরী ব্রহ্মভ্যাং নমঃ। মধ্যদেশে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাং নমঃ। মূলদেশে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং উমা মহেশ্বরাভ্যাং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবশক্তি যুক্তায় খড়্গায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে প্রণাম করিবে। মন্ত্র—ওঁ খড়্গায় খরনাশায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গানাথ নমোহস্তুতে।। কুশীতে হরিতকী কৃষ্ণতিল গন্ধপুষ্প আতপচাল ও জল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পুরোহিতের নিজ গোত্র ও নিজ নাম বলিয়া) অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ (যজমানের গোত্র ও নাম বলিয়া) শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবতা প্রীতিকামঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গাদেব্যৈ ইমং পশুং তুভ্যমহং সম্প্রদদানি। সঙ্কল্প করিবার পর সেই জল কুশের ত্রিপত্র দ্বারা ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিতম্ মন্ত্র বলিয়া পশুর দেহে ছিটা দিবে। ইহার পর স্তম্ভপূজা করিবে।

● স্তম্ভপূজা— স্তম্ভের নিকট গিয়া ওঁ স্তম্ভায় নমঃ বলিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ দিবে। হাতে আতপচাল

লইয়া এতদামান্ন নৈবেদ্যং স্তস্তায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। স্বীয় আসনে আসিয়া সম্মুখস্থ নারায়ণ শিলাটিকে একটি গামছা দ্বারা চাপা দিবে। ইহার পর খড়্গ দ্বারা এক আঘাতে বলি ছেদন করিবে। একটি মাত্র আঘাত দ্বারাই ছেদন করা বিধি। বলি ছেদনের পর পশুর রক্ত রৌপ্য, তাম্র, কাংস্যপাত্রে অথবা মাটির সরায় লইয়া দেবীর নিকট আনিবে। কর্ত্তিত মুণ্ডটিও দেবীর নিকট আনিয়া পশুর দুই শৃঙ্গের মধ্যস্থলে একটি প্রজ্জ্বলিতা দীপশিখা রাখিবে। পশু ছাগ হইলে ওই রক্তের সরাব ও ছাগমুণ্ডটি দেবীর বামপাশে রাখিবে। মহিষ হইলে দেবীর সম্মুখে রাখিয়া দেবীকে নিবেদন করিবে। এতস্মৈ বং সমাংস রুধির বলয়ে নমঃ মন্ত্র তিনবার বলিবে ও কুশের ত্রিপত্র দ্বারা তিনবার জলের ছিটা দিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ঈশানায় নমঃ। পুনরায় চন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এতদ্ সম্প্রদানায় দূং ওঁ শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। এষঃ সমাংস রুধির বলিঃ দূং হ্রীং ওঁ শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। অবশিষ্ট বলি দ্রব্যগুলি বটুকাদি দেবতাদিগকে নিবেদন করিবে। যথা—বায়ুকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রুং বাং বটুকায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। এষঃ সমাংস রুধির বলিঃ ওঁ হ্রুং বাং বটুকায় নমঃ বলিয়া নিবেদন করিবে। এইক্রমে ঈশানকোণে—ওঁ হ্রুং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, নৈর্ঋতকোণে—ওঁ হ্রুং ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। অগ্নিকোণে—ওঁ হ্রুং গাং গণপতয়ে নমঃ। তারপর গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে এষঃ সপ্রদীপ অমুক শীর্ষবলিঃ দূং ওঁ শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া মুণ্ডের উপর পুষ্পটি দিবে। আচার অনুসারে এই সমাংস রুধির উৎসর্গের সময় দেবীর সম্মুখে কাপড়ের আবরণ টানিয়া দেওয়া হয়।

বলিদানের পর স্তব ও কবচ পাঠ করিবে। দূং মন্ত্রে একবার প্রাণায়াম করিয়া ওই দূং মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করিবে। গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি। মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া আবার দূং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। চণ্ডীপাঠক আলাদা থাকিলে অন্য কথা। না থাকিলে এই অবসরে চণ্ডীপাঠ করিবে। কুলাচার বশতঃ দুর্গা নাম জপ ও দুর্গা কবচ পাঠও এই সময় করিবে। কুমারী বা সধবার পূজাও কুলাচার বশতঃ থাকে, তাহা এই সময় সম্পাদন করিয়া ভোগ আরতি করিয়া হোম করিবে। এই সমস্ত কার্য্যই যথাসম্ভব পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে করণীয়।

● জগদ্ধাত্রী স্তব—শ্রীশিব উবাচ। ওঁ আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে। ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥১॥ শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তি-বিগ্রহে। শক্ত্যাচার প্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥২॥ জগতি জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে। জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৩॥ পরমাণু স্বরূপে চ দ্ব্যনুকাদি স্বরূপিণি। স্থূলাতি স্থূলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৪॥ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপাণ স্বরূপিণি। ভাবাভাব স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥৫॥ কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি। সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৬॥ মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে। প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৭॥ অগম্যে জগতাং মান্যে মহেশ্বরী বরাঙ্গনে। অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তুতে॥৮॥ দ্বি-সপ্তকোটি মন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি। সর্ব্বশক্তি স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥৯॥ তীর্থ-যজ্ঞ-তপো-দান যোগসারে জগন্ময়ি। ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥১০॥ দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।

সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে ॥১১॥ অগম্য ধাম ধামস্থে মহাযোগীশ হৃৎপুরে। অমেয় ভাব কূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥১২॥ যঃ পঠেৎ স্তোত্রমেতত্তু পূজান্তে সাধকোত্তমঃ। সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পূজাফলমবাপ্নুয়াৎ॥১৩॥ ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রী স্তবঃ সমাপ্তঃ।

● জগদ্ধাত্রী কবচম্—অস্য শ্রীজগদ্ধাত্রী কবচস্য নারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী দেবতা, হ্রীং বীজং দূং শক্তিঃ, স্বাহা কীলকং সর্ব্বমঙ্গলার্থে বিনিয়োগঃ। শির আদিষু ন্যসেৎ। শ্রীশিব উবাচ। ওঁ অতিগুহ্যতমং দেবি কবচং কথয়ামি তে। যদ্দৃষ্ট্বা দেব দেবেশি দেব দেবো জনার্দ্দনঃ॥ ব্রহ্মাপি ব্রহ্মবিত্ত্বা স্বকার্য্যে শক্তিমানভূত। কিমন্যে তন্ময়া পুণ্য সর্ব্বতীর্থ ফলপ্রদম্॥ পাবনং পরমং দিব্যং দেবতানাং সুদর্ল্লভং। মহাশান্তিকরং শান্তং সর্ব্বমঙ্গল কারণং। সর্ব্বব্যাধিহরং সর্ব্ব সুখদং কামদং সদা। নারদশ্চ ঋষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে। দেবতা চ জগদ্ধাত্রী মায়া বীজন্তু বীজকং। দূং শক্তিঃ কীলকং দেবি বহ্নি কান্তাস্য দেবিকা। ওঁ দূং বীজং মে শিরঃ পাতু বদনে ত্র্যক্ষয়ী পরা। হ্রীং দূঁ ফট্ পাতু মে কণ্ঠে হ্রীং দূং স্বাহা চ নাসিকাং। স্ত্রীং দূং ফট্ হৃদয়ে পাতু ক্লীং দূং ফট্ স্তনযুগ্মকে। ঐং দূং স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ওঁ দূং ফট্ কটিদেশকে। হ্রীং দূং স্বাহা নিতম্বেব চ শ্রীং দূং স্বাহা চ জঙঘয়োঃ। স্ত্রীং দূং স্বাহা পাদযুগ্মে ক্লীং দূং স্বাহা চ সর্ব্বতঃ। ওঁ দূং স্বাহা চ সর্ব্বাঙ্গে কেশেষু সকলেষু চ। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহেতি সর্ব্বসন্ধিষু। সর্ব্ব কামেষু সর্ব্বত্র জগদ্ধাত্রী স'গবতু। সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা। পাতু মাং পরমে শানী পরিবার গণৈরপি। আদ্যা ব্রহ্মময়ী দুর্গা জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা। অন্নদা ত্রিপুরা দুর্গা ত্বরিতা সিংহবাহিনী।

ওঁ সরস্বতী তথা লক্ষ্মীর্জ্জয়দুর্গাভয়া তথা। ভুবনেশী চ মাহেশী বজ্র প্রস্তারিণী পরা। পরিবারগণান্ পায়াদ্ এতান্ পর্ব্বত কন্যকা। জয়াদ্যাঃ পান্তু সর্ব্বত্র ইন্দ্রাদ্যাঃ পান্তু সর্ব্বদা। ইতি তে কথিতং দেবি সর্ব্বমঙ্গল কারণম্। ধারণাৎ পঠনাৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বমঙ্গল মাপ্নুয়াৎ। নাতঃ পরতরং দেবি ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। ঘটং বিচিত্রং সংস্থাপ্য তাম্রাদি পাত্র মধ্যকে। গোরোচনা গুগ্‌গুলাভ্যাং কুঙ্কুমাগুরু চন্দনৈঃ সাধকেন লিখিত্বা চ মালীকৃতমিদং পুনঃ। স্থাপয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য যন্ত্রবচ্ছোধনং চরেৎ। ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ সারং পরাৎ পরম্। ন কস্যচিৎ প্রদাতব্যং গোপিতং শাস্ত্র সঞ্চয়ে।। ওঁ।। ইত্যাগম মহার্ণবে হরপার্ব্বতী-সংবাদে জগদ্ধাত্রী কবচং সমাপ্তম্।।

● তান্ত্রিক হোমবিধি—কুণ্ড বা স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া হাতের কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপ লইয়া মাটি ও তাহার উপর বালি ছিটাইয়া কুণ্ড স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে। কুশের দ্বারা পূর্ব্বাগ্র তিনটি ও উত্তরাগ্র তিনটি রেখা টানিবে। দূং এই মূলমন্ত্র বলিয়া কুণ্ড বা স্থণ্ডিলটি দর্শন করিবে। ফট্ বলিয়া তাড়ন, ফট্ বলিয়া কুশের ত্রিপত্র দ্বারা জল ছিটাইবে। ওঁ হুং বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিবে। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া দূং ওঁ কুণ্ডায় বা স্থণ্ডিলায় নমঃ বলিয়া তাহাতে দিবে। পূর্ব্বাগ্র রেখা তিনটিতে যথাক্রমে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুরন্দরায় নমঃ। উত্তরাগ্র রেখা তিনটিতে যথাক্রমে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দবে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। বালির উপর মধ্যস্থলে প্রথমে একটি ছয়কোণ, তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত,

তাহার বাহিরে একটি ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে একটি অষ্টদল পদ্ম, তাহার বাহিরে একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের বাহিরে চারিদিকে সম চতুষ্কোণভাবে চারিটি দ্বার অঙ্কিত করিবে। দুং মন্ত্রে ওই অঙ্কিত মণ্ডলে তিনটি পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ওঁ মন্ত্রে হোমের দ্রব্যগুলি অভ্যুক্ষণ করিবে। সচন্দন পুষ্প দিয়া যোগপীঠের পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইভাবে ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ, ওঁ মণিদ্বীপায় নমঃ, ওঁ চিন্তামণি গৃহায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিমাণিক্য বেদিকায়ৈ নমঃ। এইগুলি প্রতি কর্ণিকায় হইবে। অগ্ন্যাদি চারিকোণে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। পূর্ব্বাদি চারিদিকে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। মণ্ডলমধ্যে—ওঁ অং অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। কেশরের পূর্ব্বাদিক্রমে—ওঁ পীতায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, ওঁ বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে বহ্নির আসন পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে—ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ। দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দুর্গা দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

● বাগীশ্বরীর ধ্যান—ওঁ বাগীশ্বরী মৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবর সন্নিভাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাম্। ধ্যান বলিয়া ওঁ বাগীশ্বরি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু

বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। স্থণ্ডিলে বা কুণ্ডে ত্রিকোণ আকারে কাষ্ঠ সাজাইয়া লইবে। শুদ্ধ অগ্নি লইয়া দূং বৌষট্ বলিয়া দর্শন ও তাড়ন আদি করিয়া অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া অগ্নির আবাহন করিয়া রং মন্ত্রে ঐ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে কিছু অংশ লইয়া দূং ওঁ হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা বলিয়া দক্ষিণ দিকে বাহিরে ফেলিয়া দিবে। বাকী অগ্নিকে ফট্ বলিয়া রক্ষণ, হুং বলিয়া অবগুণ্ঠন, বং বলিয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া দুইহাতে ওই প্রজ্বলিত অগ্নিকে ধরিয়া কুণ্ডের উপরে তিনবার ঘুরাইয়া ভূমিতে জানুদ্বয় পাতিয়া অগ্নিকে শিববীর্য্য রূপে চিন্তা করিয়া দেবীর যোনিরূপ কুণ্ডে নিজের অভিমুখে স্থাপন করিবে। ক্রীং বহ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। বং বহ্নি চৈতন্যায় নমঃ বলিয়া চৈতন্যযুক্ত করিয়া ওঁ চিং পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা বলিয়া প্রজ্বলিত করিয়া হাতজোড় করিয়া—ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥ ওঁ অগ্নেত্বং জগদ্ধাত্রীদুর্গা নামাসি বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া (তান্ত্রিক হোমে যে দেবতার পূজা সেই দেবতার নাম হইবে। যেমন দক্ষিণা কালিকা নামাসি, তদ্রূপ জগদ্ধাত্রীদুর্গা, তারা, অন্নপূর্ণা নামাসি এইরূপ বলিতে হইবে) ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা নাম অগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। এই মন্ত্রে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা—বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নেৰ্হিরণ্যাদি

সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। এতদ্ধবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো স্বাহা। বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে।

এইভাবে প্রথমে সচন্দন পুষ্প ও পরে ঘৃতাহুতি দিয়া নিম্নের মন্ত্রগুলি পরপর বলিবে। (পুষ্প দিবার সময় নমঃ, ঘৃত দিবার সময় স্বাহা বলিবে) ওঁ সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষায় শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ধূমব্যাপিনে কবচায় হুং, ওঁ সপ্তজিহ্বায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ধনুর্দ্ধরায় অস্ত্রায় ফট্, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে হব্যবাহনায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমার তেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্ট শক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পদ্মাদ্যষ্ট নিধিভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ। এইভাবে পূজা ও আহুতি দিয়া প্রাদেশ প্রমাণ দুইটি কুশ ঘৃতপাত্রে রাখিয়া বাম, দক্ষিণ ও মধ্যস্থলে যথাক্রমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর অবস্থান মনে মনে চিন্তা করিয়া হোম করিবে। স্রুবের (কাঠের হাতা বিশেষ) দ্বারা ঘৃতের দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা বলিয়া যেন অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে আহুতি দেওয়া হইল ভাবিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। বাম ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ সোমায় স্বাহা বলিয়া যেন অগ্নির বামনেত্রে আহুতি দেওয়া হইল ভাবিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা বলিয়া যেন অগ্নির ঊর্দ্ধনেত্রে আহুতি দেওয়া হইল ভাবিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে ওঁ নমঃ বলিয়া ঘৃত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা বলিয়া যেন অগ্নিমুখে

আহুতি দেওয়া হইল ভাবিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার ঘৃতাহুতি দিবে। অগ্নিতে দেবীর পীঠপূজা (দ্রঃ পৃঃ ৩৮) করিয়া মূলমন্ত্র দূং স্বাহা বলিয়া পঞ্চবিংশতিবার ঘৃতাহুতি দিবে। অগ্নি ও দেবীর আত্মা এক হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া দূং স্বাহা মন্ত্রে একাদশবার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে। দূং ওঁ জগদ্ধাত্রী দেব্যাঃ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা, দূং ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গা দেব্যা আবরণ দেবতাভ্যঃ স্বাহা বলিয়া দুইবার ঘৃতাহুতি অগ্নিতে দিয়া সঙ্কল্প করিবে। কোশাতে জল, কৃষ্ণতিল, হরিতকী, সচন্দন পুষ্প লইয়া বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে নবম্যাং তিথৌ দূং ওঁ জগদ্ধাত্রীদুর্গা দেবতা পূজাঙ্গীভূতং দূং স্বাহেতি মন্ত্রকরণকৈকশঃ ইয়ৎ সংখ্যক সতিল সাজ্য বিল্বপত্র সহিত হোম কর্ম্মাহং করিষ্যামি। ইহার পর দূং স্বাহা বলিয়া সংকল্পিত বিল্বপত্রের হোম করিয়া হোমের দক্ষিণান্ত করিয়া দূং স্বাহা বলিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। ঈশানকোণে দুগ্ধ বা দধি দিয়া হোমকুণ্ড হইতে ভস্ম লইয়া তিলক করিয়া প্রথমে নারায়ণে, ঘটে, প্রতিমায় দিয়া নিজললাটে ও পরে মূলমন্ত্রে যজমানের ললাটে দিবে। অতঃপর সংহার মুদ্রায় ইষ্টদেবীকে স্বীয় হৃদয়ে আনিয়া ওঁ ক্ষমস্ব বলিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন দিবে।

সংহার মুদ্রা

● কুমারীপূজা—ইহা কাম্য। নিত্য নহে। আচার বশতঃ কুমারীপূজা করা হয়। কন্যা ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুমারী থাকে। সেইরূপ কুমারীর পূজা করিবে। একবর্ষীয়া কন্যাকে বলা হয় সন্ধ্যা।

সেইরূপ দ্বিবর্ষীয়া সরস্বতী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্ব্বর্ষীয়া কালিকা, পঞ্চবর্ষীয়া সুভগা, ষট্‌বর্ষীয়া উমা, সপ্তবর্ষীয়া মালিনী, অষ্টবর্ষীয়া কুব্জিকা, নবমবর্ষীয়া কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষীয়া অপরাজিতা, একাদশবর্ষীয়া রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষীয়া ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষীয়া ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোড়শবর্ষীয়া অম্বিকা নামে খ্যাতা।

● পূজাবিধি—কুমারীকে পূজাস্থানে আনিয়া নব বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরাইবে। আসনে বসাইবে (দক্ষিণ মুখে বা পশ্চিম মুখে বসাইবে) পা ধৌত করাইয়া আলতা পরাইবে। গলে পুষ্পমাল্য, ললাটে শ্বেত ও রক্তচন্দনের তিলক পরাইবে। নিজে আচমন করিয়া (দ্রঃ পৃঃ ৫) সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে (দ্রঃ পৃঃ ৬)। নিজ নিজ বেদ অনুযায়ী স্বস্তিবাচন (দ্রঃ পৃঃ ৭) করিয়া সঙ্কল্প করিবে। মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গা প্রীতিকামঃ গণপত্যাদি পূজা পূর্ব্বক শ্রীকুমারীপূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া হাতের কুশ, তিল, হরিতকী প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্য ঈশানকোণে ভূমিতে উপুড় করিয়া স্ব স্ব বেদোক্ত সংকল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

● সামবেদীয় সংকল্পসূক্ত—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদা পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে।

● যজুর্ব্বেদীয় সংকল্পসূক্ত—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি-দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকম্। তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

● ঋগ্‌বেদীয় সংকল্পসূক্ত—ওঁ যা গুং গুর্য্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রানী মহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।

ইহার পর সামান্যার্ঘ্য, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, বর্ণন্যাস, পীঠন্যাস, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও ব্যাপকন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া (১৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) নিম্নমন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। যথা—অস্য শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গা মন্ত্রস্য নারদঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীজগদ্ধাত্রী দুর্গাদেবতা মম সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং শ্রীদুর্গা কুমারীপূজায়াং বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রৈচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ শ্রীদুর্গা কুমারী দেবতায়ৈ নমঃ। ইহার পর কুমারীর ধ্যান বলিয়া পূজা করিবে।

● ধ্যান—ওঁ বালরূপাং চ ত্রৈলোক্য সুন্দরীং বরবর্ণিনীম্। নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যা প্রকাশিনীম্।। চারুহাস্যাং মহানন্দ-হৃদয়াং শুভদাং শুভাম্। ধ্যায়েৎ কুমারীং পরমানন্দ-রূপিণীম্। হাতের পুষ্পটি স্বমস্তকে দিয়া মানস উপচারে পূজা করিবে। (দ্রঃ পৃঃ ৩১) তারপর যথাক্রমে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ও অগ্নির যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিয়া (৩৩ পৃঃ হইতে ৩৭ পৃঃ পর্য্যন্ত) পুনরায় কুমারীর ধ্যান বলিয়া হাতের পুষ্পাদি কুমারীর পায়ে দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজামন্ত্রে কুমারীর বয়স অনুসারে নামকরণ করিয়া উৎসর্গ করাই বিধি। ইহার পর সচন্দন পুষ্প দ্বারা কুমারীর ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ঐং হ্রীং শ্রীং হূং হেসৌ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে হৈং বৈং হ্রীং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা। এতে

গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং শিখায়ৈ বষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ঐং বাগীশ্বরি কবচায় হুং। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কুলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং অস্ত্রায় ফট্। ইহার পর আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে।

● আবরণ দেবতাগণের পূজা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবার বালভৈরবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ব্ববক্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে ভাস্বরায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে চন্দ্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে দেবপালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে সন্ধ্যাদিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে বীরভদ্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে মহাকন্যায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে কৌলিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে কুলকামিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে অষ্টাদশ ভুজায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে কাল্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং কালিকে চণ্ডদুর্গায়ৈ নমঃ। হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি হ্রীং মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরম ভাগ্য সন্ধায়িনীম্। কুমার—বর—চাতুরীং সকল সিদ্ধিদা নন্দিনীম্। প্রবাল গুটিকা স্রজাং রজতরাগ বস্ত্রান্বিতাম্। হিরণ্যতুল ভূষণাম্ ভুবন বাক্ কুমারীং ভজে।। ইতি তান্ত্রিক কুমারীপূজা।

ইহার পর ভোগ ও আরতি করিয়া পূজা শেষ করিবে। এইভাবে প্রাতঃকালীন পূজা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়া দেবীর মধ্যাহ্নকালীন পূজার জন্য প্রস্তুত হইবে। প্রাতঃকালীন পূজার সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া

লইয়া উত্তমরূপে স্থান মার্জ্জনা করিয়া মধ্যাহ্ন পূজার ব্যবস্থা করিবে। মধ্যাহ্ন পূজার অন্তে অপরাহ্নকালীন পূজার ব্যবস্থা করিবে। একই দিনে তিনবার পূজাই এই পূজার বিশেষত্ব। প্রাতঃকালীন পূজা সাত্ত্বিকী পূজা, মধ্যাহ্নকালীন পূজা রাজসিক পূজা ও অপরাহ্নকালীন পূজা তামসী পূজা নামে কথিতা। দিনপঞ্জিকা অনুযায়ী পূজার দিন স্থির করিবে। সাধারণতঃ প্রাতঃকালীন পূজার অন্তে কুমারীপূজা, মধ্যাহ্নকালীন পূজার অন্তে ১০৮ দীপমালা উৎসর্গ ও অপরাহ্নকালীন পূজার অন্তে হোম করা হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও প্রাতঃকালীন পূজার অন্তে হোম করিয়া সেই হোমকুণ্ডে পুনরায় মধ্যাহ্নকালীন হোম ও অপরাহ্নকালীন হোম করিয়া তবে অগ্নির বিসর্জ্জন ও দেবীকে স্বহৃদয়ে আহ্বান কার্য্য সাধিত হয়। কুলাচার অনুসারে তাহা করণীয়। অপরাহ্নকালীন পূজা হোম করা হইলে ভোগ ও আরতির পূর্ব্বে দক্ষিণান্ত করিয়া লইবে। প্রাতঃকালীন পূজার অন্তে যজমানকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইবে ও প্রণাম করিবে।

● পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—তীর্থ যজ্ঞ দান যোগসারে জগন্ময়ি। ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তুতে।। ১।। দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি। সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে।। ২।। অগম্য ধাম ধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে। অমেয়ভাব কূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে।। ৩।।

● প্রণাম মন্ত্র—সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।। ইহার পর যজমান ও পূজক হাতজোড় করিয়া—ওঁ নাড়ী ত্রিতয় মধ্যস্থে ভৈরবানন্দ রূপিণি। যথাশক্তি কৃতা পূজা গৃহাণ পরমেশ্বরি।। কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎ কৃতং ময়া। জ্ঞানাজ্ঞান কৃতং পাপং হরদেবি

হরপ্রিয়ে॥ যদ্দত্তং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। অনিবেদ্যং চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহানানুকম্পয়া॥ ইহার পর রাত্রিকালীন ভোগ ও আরতি করিয়া পূজা শেষ করিবে।

● বিসর্জ্জন কৃত্য—নবমীতে জগদ্ধাত্রী দুর্গা দেবীর তিনবার পূজা যথাসম্ভব করিয়া পরদিন দশমীতে পূর্ব্বাহ্নে দেবীর পূজা করিয়া (১৮ পৃঃ হইতে ৩৩ পৃঃ) গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ও অগ্নির পূজা করিয়া (৩৩ পৃঃ হইতে ৩৭ পৃঃ পর্য্যন্ত) পুনরায় দেবীর ধ্যান করিয়া যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবীর অঙ্গে আবরণ দেবতারা একাত্ম হইয়া গেলেন এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবীর বিসর্জ্জন দিবে। ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি। ব্রহ্ম-যোনি সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥ ওঁ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রি দুর্গে দেবি পূজিতাসি ক্ষমস্ব॥ বলিয়া সংহার মুদ্রায় তাঁহার তেজ পুষ্প সহিত দেবতাকে নিজ হৃদয়ে রাখিয়া তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে। তাহার পর ঈশানকোণে ভূমিতে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর নির্ম্মাল্য দিয়া পূজা করিবে। যথা—ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ। কিছু নৈবেদ্য অবশেষ তাহাতে দিয়া দেবীর পাদোদক গ্রহণ করিবে ও নির্ম্মাল্য স্বমস্তকে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা দ্বারা মায়াবীজ (হ্রীং বা ক্লীং) লিখিয়া পাঠ করিবে—ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যে মাং পশ্যন্তি চক্ষুষা ত এব দাসতাং যান্তু রাজানো দস্যবোঽপিবা। ইহার পর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিয়া ঘট ও দেবী ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া সূত্রবেষ্টনী ছিন্ন করিয়া যথাসময়ে নিকটস্থ নদীতে বা প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিবে। ঘটের জল দিয়া শান্তি দিবে।

● তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্র—ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ

প্রভুঃ।। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।। ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা। পবনঃ বরুণশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা।। ওঁ কান্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।। ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেব মাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবানাগা দৈত্যাশ্চাপসরসাং গণাঃ। অস্ত্রানি সর্ব্বশাস্ত্রানি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেব দানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥ ইতি তান্ত্রিক শান্তি মন্ত্রাঃ।।

● অধিবাস—তান্ত্রিক পূজায় সাধারণতঃ অধিবাস নাই। তবে কুলাচার মতে অনেকে অধিবাস করিয়া থাকে। এই অধিবাস পূজার পূর্ব্বদিন রাত্রে বা পূজার অঙ্গ হিসাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর করণীয়। পূর্ব্বরাত্রে হইলে আচমন, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, স্বস্তিবাচন, সংকল্প, সামান্যার্ঘ্য, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ব্যাপকন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান বলিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্যস্থাপনান্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ও পীঠপূজা করিয়া দেবীর ধ্যান বলিয়া পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে পূজা সমাপন করিয়া দেবীর অধিবাস করিবে। (১৮ পৃঃ হইতে ৪০ পৃঃ)

● স্বস্তিবাচনের মন্ত্র—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়াঃ শুভাধিবাসন কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। (দ্রঃ পৃঃ ৭)

● সঙ্কল্পের মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে অমুকগোত্রস্য সপরিবারস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ ইতি বিশেষ) জীববদেতৎ স্থূলশরীরাবিরোধেন সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গা প্রীতিকামঃ শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়াঃ অধিবাস কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। (দ্রঃ পৃঃ ৯)

● অধিবাস মন্ত্র—প্রথম তৈল হরিদ্রা লইয়া—ওঁ শ্রায়ন্ত ইহ সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসুনি জাতে জনিমান্যো জসা প্রতিভাগ্যং ন দীধিমঃ। অনয়া তৈল হরিদ্রয়া অস্যা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রীদুর্গায়া শুভাধিবাসনমস্তু। এই মন্ত্র বলিয়া তৈল হরিদ্রা দেবীর ঘটে, দেবীর পদে ও কপালে স্পর্শ করাইবে। এইভাবে প্রতিটি দ্রব্যের মন্ত্র বলিয়া অধিবাস করাইবে। গন্ধ—ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুধামুপস্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানীয় চোদয়ন্॥ অনেন গন্ধেন অস্যা...অস্তু। মহী—ওঁ মহিত্রীনামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য। অনয়া মহ্যা অস্যা...অস্তু। পুনরায় গন্ধ—ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুধামুপস্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানীয় চোদয়ন্॥ অনেন গন্ধেন অস্যা...অস্তু। শিলা—ওঁ বিত্বদাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। ত্বং ত্বাগিরঃ সুষ্ঠুতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ। অনয়া শীলয়া অস্যা...অস্তু। ধান্য—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণম্পূপবন্তমুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুযস্ব নঃ। অনেন ধানেন অস্যা...অস্তু। দূর্ব্বা—ওঁ যজ্জায়থা মপুর্ব্ব্য মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীম্ প্রথয় স্তদস্তভ্না উতো দিবম্। অনয়া দূর্ব্বয়া অস্যা...অস্তু। পুষ্প—ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ।

দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্। অনেন পুষ্পেন অস্যা...অস্তু। ফল—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যাযুন্‌জতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রব সশ্চকাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। অনেন ফলেন অস্যা...অস্তু। দধি—ওঁ দধিক্রাব্‌নোহকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণআয়ুংষি তারিষৎ। অনেন দধ্না অস্যা...অস্তু। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভি শ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্বাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতেহজরে ভূরিরেতসা॥ অনেন ঘৃতেন অস্যা...অস্তু। স্বস্তিক—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোহরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। অনেন স্বস্তিকেন অস্যা...অস্তু। সিন্দূর—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তঃ মুক্ষণং হিরণ্য পাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্‌নতে। অনেন সিন্দূরেণ অস্যা...অস্তু। শঙ্খ—ওঁ সসুন্বেযো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্। অনেন শঙ্খেন অস্যা...অস্তু। কজ্জল—ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। অনেন কজ্জলেন অস্যা...অস্তু। রোচনা—ওঁ অধজেনা অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়া বর্দ্ধস্য তন্বাগিরা মমাজাতা সুক্রতোপৃণ। অনয়া রোচনয়া অস্যা...অস্তু। সিদ্ধার্থ—ওঁ এষ উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুঞ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। অস্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ। অনেন সিদ্ধার্থেন অস্যা...অস্তু। কাঞ্চন—ওঁ তং গৃর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধান্বিরে। দেবত্রা হব্য মূহিষে। অনেন কাঞ্চনেন অস্যা...অস্তু। রৌপ্য—ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সংসৃজামসি। অনেন রৌপ্যেন অস্যা...অস্তু। তাম্র—ওঁ বণমহাং অসি সূর্য্য, বড়াদিত্য মহাং অসি। মহস্তে সতো মহিমাপনিষ্টম মহ্নাদেব মহাং অসি। অনেন তাম্রেণ অস্যা...অস্তু। চামর—ওঁ বাত আবাতু ভেষজং

শংভু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। অনেন চামরেণ অস্যা...অস্তু। দীপ—ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতা মাজ্যস্য। বৃস্পতির্যজ্ঞামিমং তনোত্বরিষ্টং। যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবা স ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। অনেন দীপেন অস্যা...অস্তু। দর্পণ—ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং। পরো যদিধ্যতে দিবি। অনেন দর্পণেন অস্যা...অস্তু। প্রশস্তিপাত্র—ওঁ উদ্যল্লোঁকান রোচয়ৎ। ইমাল্লোঁকান রোচয়ৎ। প্রজাভূতমরোচয়ৎ। বিশ্বভূতমরোচয়ৎ। হোহা ঐবাত্র ধর্ম্মো জ্যোতিংষি॥ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন অস্যা...অস্তু।

অধিবাস সময়ে মন্ত্রটি বলার সময় না থাকিলে কেবলমাত্র দ্রব্যটি লইয়া অনেন (অনয়া বা) দ্রব্যেন (নাম উল্লেখ করিয়া) অস্যা শ্রীমজ্জগদ্ধাত্রী দুর্গায়া শুভাধিবাসন মস্তু। এই মন্ত্রটুকু বলিয়া দেবীর ঘটে, পদে ও কপালে স্পর্শ করাইয়া অধিবাস করিবে। অধিবাস সমাপ্ত॥

● আরতির নিয়ম—আদৌ চতুষ্পাদ তলৈকদেশে দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্। সর্ব্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারান্ আরত্রিকং তন্মুনয়ো বদন্তি (প্রথমে পদতলে চারবার, নাভিমণ্ডলে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার ও সমগ্র দেহে সাতবার পরিভ্রমণ করানোই আরতির নিয়ম)। প্রথমে দীপমালা দ্বারা, দ্বিতীয়ে জলপূর্ণ শঙ্খ দ্বারা, তৃতীয়ে ধৌত বস্ত্রের দ্বারা, চতুর্থে চামর দ্বারা ও পঞ্চমে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের দ্বারা দেবীর নীরাজন করা (আরতি) বিধি।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা পদ্ধতি সমাপ্তা

ওঁ পৌরোহিত্য-পূজা বিজ্ঞান
পৌরোহিত্য হোক সর্বজনীন